পরিচ্ছেদ : অলংকার

অলংকারের ধারণা, ঐতিহাসিক পটভূমি, সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ

মানুষের ভাষা দুইভাবে কাজ করে। একদিকে ভাষা তথ্য দেয়, নির্দেশ দেয়, প্রশ্ন করে, উত্তর দেয়; অন্যদিকে ভাষা অনুভূতি জাগায়, সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, কল্পনার ছবি আঁকে এবং পাঠকের মনে রসের অনুরণন ঘটায়। "ফুল ফুটেছে"–এটি একটি সরল তথ্য। কিন্তু "হাসির মতো ফুল ফুটেছে"–এখানে শুধু তথ্য নেই; আছে তুলনা, অনুভব ও চিত্রময়তা। আবার "বসন্ত আজ বাগানের কপালে রঙিন টিপ এঁকে দিয়েছে"–এখানে বসন্তকে মানুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই ধরনের ভাষিক সৌন্দর্য, কল্পনা ও রসসৃষ্টির শিল্পিত কৌশলই অলংকারের আলোচ্য বিষয়।বাংলা কাব্যতত্ত্বে অলংকার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যেখানে শব্দ ও অর্থের বিশেষ বিন্যাসে কাব্যসৌন্দর্য কীভাবে গঠিত হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়। ছন্দ যেমন কবিতার ধ্বনি, গতি ও লয়কে সংগঠিত করে, অলংকার তেমনি কবিতার ভাষা, ভাব, কল্পনা ও অর্থকে দীপ্ত করে। তবে অলংকারকে শুধু বাহ্যিক সাজসজ্জা মনে করলে ভুল হবে। কাব্যে যথার্থ অলংকার ভাবের সঙ্গে মিশে যায়। সেটি আলাদা করে চাপানো প্রসাধন নয়; কবিতার ভাষার ভেতর থেকেই জন্ম নেওয়া সৌন্দর্য।

সহজভাবে বলা যায়–

সাধারণ ভাষা ⟶ তথ্য প্রকাশ করে

অলংকৃত ভাষা ⟶ তথ্য + রস + কল্পনা + সৌন্দর্য প্রকাশ করে

আরও স্পষ্টভাবে–

অলংকার = শব্দ ও অর্থের শিল্পিত প্রয়োগে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করার কৌশল

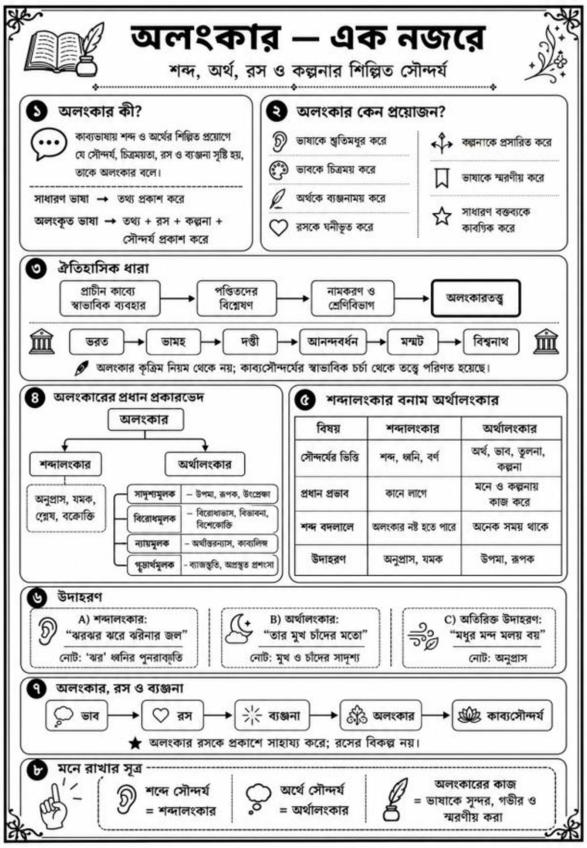

২. অলংকার শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি

"অলংকার" শব্দটি সংস্কৃত "অলংকার" থেকে এসেছে। "অলং" অর্থ শোভা, সৌন্দর্য, যথার্থতা বা অলংকরণের উপযোগিতা; "কার" অর্থ করা বা সৃষ্টিকারী। এই অর্থে অলংকার হলো যা কোনো কিছুকে সুন্দর, শোভন ও আকর্ষণীয় করে। সাধারণ জীবনে গহনা যেমন দেহকে শোভিত করে, সাহিত্যিক ভাষায় অলংকার তেমনি বাক্যকে শোভিত করে।তবে এখানে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। দেহের অলংকার দেহের বাইরে যুক্ত হয়, কিন্তু কাব্যের অলংকার অনেক সময় ভাষার ভেতরেই জন্ম নেয়–ধ্বনিতে, অর্থে, তুলনায়, কল্পনায়, ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায়।ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় অলংকার সম্পর্কে বলা হয়েছে–

"Alankara means ornament, embellishment, that which beautifies poetry."[১] অর্থাৎ অলংকার বলতে বোঝায় এমন কাব্যিক উপাদান যা কবিতাকে শোভিত করে ও সৌন্দর্যময় করে। এই সংজ্ঞায় অলংকারের বাহ্য অর্থ আছে–শোভা; আবার অন্তর অর্থও আছে–কাব্যিক সৌন্দর্যের নির্মাণ।

ব্যুৎপত্তিগত ছক– অলং = শোভা / সৌন্দর্য / যথার্থতা + কার = করা / সৃষ্টিকারী ↓ অলংকার = যা শোভা সৃষ্টি করে কাব্যিক অর্থে– অলংকার = শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্যবর্ধক শিল্পরীতি	**৩. প্রাচীন কাব্যচর্চায় অলংকারের বীজ** অলংকারের শাস্ত্রীয় আলোচনা পরে গড়ে উঠলেও অলংকারের ব্যবহার কাব্যে অনেক আগে থেকেই ছিল। বৈদিক স্তোত্র, উপনিষদীয় ভাষা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য–এসব প্রাচীন সাহিত্যেই উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি, পুনরুক্তি, ধ্বনি-সৌন্দর্য ও ভাবের তুলনামূলক প্রকাশ দেখা যায়। এক আলোচনায় বলা হয়েছে–
কাব্যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যচর্চা ↓ উপমা, রূপক, ধ্বনিমাধুর্য, অতিশয়োক্তির ব্যবহার ↓ পণ্ডিতদের বিশ্লেষণ ↓ নামকরণ ও শ্রেণিবিভাগ ↓ অলংকারতত্ত্বের সুসংহত রূপ	"The Samhitas of the Vedas contain much that is poetic and figures of speech like simile, nature, hyperbole are found there in abundance."[২] অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যেও উপমা, প্রকৃতিচিত্র, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি কাব্যিক কৌশলের উপস্থিতি ছিল। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে। আগে কবিতা সৃষ্টি হয়েছে, পরে সেই কবিতার রীতি ব্যাখ্যা করার জন্য শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কবিরা আগে তুলনা করেছেন, রূপক ব্যবহার করেছেন, ধ্বনির সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন; পরে আচার্যরা সেসব দেখে নাম দিয়েছেন–উপমা, রূপক, অনুপ্রাস, যমক, অতিশয়োক্তি ইত্যাদি। এই ধারাটি এমন–

অতএব, অলংকার কোনো কৃত্রিম নিয়ম থেকে জন্ম নেয়নি; এটি কাব্যসৃষ্টির স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ থেকে ধীরে ধীরে তত্ত্বে পরিণত হয়েছে।

৪. ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে অলংকারচিন্তার বিকাশ

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র প্রাচীনতম ও মৌলিক গ্রন্থগুলোর একটি। সেখানে নাট্য, রস, ভাব, অভিনয়, ভাষা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ভরত মুনির আলোচনায় রস ও ভাব প্রধান; অলংকার সেখানে বিস্তৃতভাবে প্রধান আলোচ্য নয়। একটি গবেষণা-উৎসে বলা হয়েছে–"BharataÕs Natyasastra introduces the concept of Rasa" এবং একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভরত "did not elaborate much on Alankaras, but discussed the Rasa, Bhava, Abhinaya" ইত্যাদি বিষয়।[৩] এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতীয় কাব্যচিন্তায় রসতত্ত্বের ভিত আগে মজবুত হয়, পরে অলংকারতত্ত্ব স্বতন্ত্র আলোচ্য হিসেবে শক্ত অবস্থান পায়। ভামহের কাব্যালংকার সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে অলংকার-আলোচনার এক প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। একটি প্রামাণ্য আলোচনায় ভামহের গ্রন্থকে "ঃযব বধৎষরবংঃ বীঃধহঃ ড়িৎশ ড়হ ঝধহংশৎরঃ ঢ়ড়বঃরপং ঃৎবধঃরংব" বলা হয়েছে।[৪] ভামহ কাব্যের শব্দ, অর্থ, দোষ, গুণ ও অলংকার নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে কাব্যের বিশেষত্ব সাধারণ বাক্য থেকে পৃথক; কাব্যে চমৎকারিত্ব, বক্রতা ও শিল্পিত প্রকাশ থাকা প্রয়োজন।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শ অলংকারচিন্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। দণ্ডী কাব্যে গুণ, রীতি, শব্দের সৌন্দর্য এবং অলংকারের পদ্ধতিগত উপস্থাপনাকে গুরুত্ব দেন। এক সূত্রে বলা হয়েছে–"Dandin wins the credit for his more systematic presentation of the Alankara theory."[৫] অর্থাৎ দণ্ডী অলংকারতত্ত্বকে তুলনামূলকভাবে সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপন করেছেন।

এরপর আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক কাব্যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এতে কাব্যের সৌন্দর্য শুধু প্রকাশ্য অর্থে নয়, আভাসিত অর্থে, ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায়–এই ধারণা শক্তিশালী হয়। মম্মটের কাব্যপ্রকাশ, বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ, জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের রসগঙ্গাধর প্রভৃতি গ্রন্থে কাব্যের রস, গুণ, দোষ, অলংকার, ধ্বনি ও কাব্যপ্রকৃতি আরও সুসংহতভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের সংজ্ঞায় বলেন–"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"[৬]–অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। এই সংজ্ঞা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অলংকার কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ হলেও কাব্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য রসসৃষ্টি।

ভারতীয় অলংকারচিন্তার ধারাবাহিকতা–

বৈদিক ও মহাকাব্যিক কাব্যভাষা
↓
উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তির স্বাভাবিক ব্যবহার
↓
ভরত মুনি
↓
রস, ভাব, অভিনয়, নাট্যরস
↓
ভামহ
↓
কাব্যে অলংকারের স্বতন্ত্র গুরুত্ব
↓
দণ্ডী
↓
গুণ, রীতি, অলংকারের পদ্ধতিগত আলোচনা
↓
আনন্দবর্ধন
↓
ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার প্রতিষ্ঠা
↓
মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ
↓
রস, ধ্বনি, গুণ, দোষ ও অলংকারের সমন্বিত কাব্যতত্ত্ব

৫. বাংলা কাব্যভাষায় অলংকারের স্থান

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের উত্তরাধিকার বহন করলেও তার নিজস্ব ভাষিক ও লোকজ রসও আছে। মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে–মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, পুঁথিসাহিত্য–এসব ধারায় উপমা, রূপক, অনুপ্রাস, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক, শ্লেষ ইত্যাদি অলংকার স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের প্রভাব আছে, আবার অনেক ক্ষেত্রেই লোকভাষার সহজ উপমা ও ধ্বনিসৌন্দর্য কাজ করেছে।

বাংলা কাব্যভাষায় অলংকারের দুটি প্রধান ধারা লক্ষ করা যায়–

বাংলা অলংকারচর্চা
│
├── লোকভাষা-নির্ভর ধারা
│ ├─ ছড়া
│ ├─ প্রবাদ
│ ├─ লোকগান
│ ├─ অনুপ্রাস
│ └─ পুনরুক্ত ধ্বনি
│
└── শাস্ত্রীয় কাব্যতত্ত্ব-নির্ভর ধারা
├─ উপমা
├─ রূপক
├─ উৎপ্রেক্ষা
├─ অতিশয়োক্তি
├─ ব্যতিরেক
└─ দৃষ্টান্ত

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, মাইকেল, বঙ্কিম, মধুসূদন, সুকান্ত–প্রত্যেকের রচনায় অলংকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসেছে। নজরুলের কাব্যে অনুপ্রাস, ধ্বনি, গতি ও অতিশয়োক্তি বিদ্রোহী আবেগকে প্রবল করে; রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রূপক, উপমা ও ব্যঞ্জনা ভাবকে আধ্যাত্মিক ও মানবিক গভীরতা দেয়; জীবনানন্দের কাব্যে চিত্রকল্প, রূপক ও অপ্রত্যাশিত উপমা আধুনিক কাব্যভাষাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

যেমন– "আমি চির-বিদ্রোহী বীর"। এখানে "বিদ্রোহী" শুধু একজন মানুষের পরিচয় নয়; এটি এক মানসিক শক্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রতিরোধের রূপক। আবার– "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি"। এই পঙ্‌ক্তিতে "বাংলার মুখ" দেশকে মানুষরূপে অনুভব করায়; এখানে রূপক ও মানবীকরণজাত কল্পনা কাজ করে।

৬. অলংকারের সংজ্ঞার্থ

অলংকারের একটি সাধারণ সংজ্ঞা হলো–কাব্যে শব্দ ও অর্থের বিশেষ শিল্পিত প্রয়োগের ফলে যে সৌন্দর্য, মাধুর্য, চমৎকারিত্ব, রস বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়, তাকে অলংকার বলে।

আরও বিশ্লেষণধর্মী সংজ্ঞা– কাব্যভাষায় শব্দ, ধ্বনি, অর্থ, ভাব, তুলনা, কল্পনা বা ব্যঞ্জনার বিশেষ ব্যবহারে যে সৌন্দর্য ও রসঘনতা সৃষ্টি হয়, তাকে অলংকার বলে।

এই সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়– অলংকার ভাষার বিশেষ ব্যবহার; এটি শব্দেও হতে পারে, অর্থেও হতে পারে; এটি কেবল সাজসজ্জা নয়, রস ও ব্যঞ্জনা বাড়ায়; এতে কল্পনা, তুলনা, ধ্বনি, বুদ্ধি ও অনুভূতি একত্রে কাজ করতে পারে; এবং অলংকার সাধারণ বাক্যকে কাব্যিক বাক্যে রূপান্তরিত করে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– "তার চোখ সুন্দর" একটি সরল বাক্য। কিন্তু "তার চোখ দুটি যেন শ্যামল জলের গভীর দীঘি"–এখানে চোখের সৌন্দর্য শুধু বলা হয়নি; একটি দৃশ্য, গভীরতা ও আবেগ তৈরি করা হয়েছে। এই সৌন্দর্য অলংকারের সৃষ্টি।

৭. অলংকারের প্রয়োজনীয়তা

অলংকারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে সাধারণ ভাষা ও কাব্যভাষার পার্থক্য বুঝতে হয়। সাধারণ ভাষা অনেক সময় সরাসরি অর্থ প্রকাশ করলেই যথেষ্ট; কিন্তু কাব্যভাষা শুধু অর্থ প্রকাশ করে না, অনুভূতিকে জাগায়। অলংকার সেই জাগরণকে তীব্র করে।

প্রথমত, অলংকার ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে। বিশেষ করে শব্দালংকারে ধ্বনি, বর্ণ বা শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কানে মধুর দোলা তৈরি হয়। "ঝরঝর ঝরে ঝরনার জল"–এখানে "ঝর" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি শুধু শব্দখেলা নয়; জলধারার শব্দও অনুকরণ করছে। ফলে ধ্বনি ও অর্থ একসঙ্গে কাজ করছে।

দ্বিতীয়ত, অলংকার ভাবকে চিত্রময় করে। "সে সাহসী"–এটি সরল বর্ণনা; কিন্তু "সে সিংহের মতো সাহসী"–এখানে সাহসের দৃশ্যমান রূপ তৈরি হলো। উপমা পাঠককে বিমূর্ত গুণকে দৃশ্যমান করে বুঝতে সাহায্য করে। রূপক আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়–"সে যুদ্ধক্ষেত্রের সিংহ"–এখানে ব্যক্তি ও সিংহের মধ্যে তুলনা নয়, সরাসরি রূপান্তর ঘটেছে।

তৃতীয়ত, অলংকার অর্থকে গভীর করে। সরল অর্থের বাইরে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা অলংকারের বড় কাজ। "আকাশ আজ মুখ ভার করে আছে"–এখানে আকাশের মুখ নেই; কিন্তু মেঘলা আকাশ, বিষণ্নতা ও মানসিক ভার একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের ভাষা সাধারণ বর্ণনার চেয়ে বেশি অনুভূতিময়।

চতুর্থত, অলংকার রসকে ঘনীভূত করে। প্রেম, বেদনা, বিস্ময়, করুণা, বীরত্ব, বিদ্রোহ–এসব আবেগ সরাসরি বলা যায়; কিন্তু অলংকারে তা কাব্যিক শক্তি পায়। অতিশয়োক্তি আবেগের তীব্রতা বাড়ায়; উৎপ্রেক্ষা কল্পনাকে প্রসারিত করে; ব্যতিরেক কোনো গুণকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করে।

পঞ্চমত, অলংকার ভাষাকে স্মরণীয় করে। প্রবাদ, ছড়া, কবিতার পঙ্‌ক্তি, গান–এসব সহজে মনে থাকে কারণ এগুলোর মধ্যে ধ্বনি, মিল, পুনরাবৃত্তি, উপমা বা রূপকের শক্তি থাকে। "মধুর মন্দ মলয়" ধরনের ধ্বনি-সুষমা সহজে স্মৃতিতে বসে যায়।

ষষ্ঠত, অলংকার কল্পনাকে প্রসারিত করে। সাহিত্যিক ভাষা অনেক সময় বাস্তবকে অতিক্রম করে সম্ভাবনার জগৎ নির্মাণ করে। "নদী কাঁদছে", "বন ঘুমিয়ে আছে", "রাত্রি তার কালো চুল মেলে দিয়েছে"–এসব বাক্যে প্রকৃতিকে মানবিক বা কল্পনাময় রূপ দেওয়া হয়েছে। এতে পাঠক বাস্তবকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শেখে।

অলংকারের প্রয়োজনীয়তাকে সংক্ষেপে এভাবে দেখা যায়–

অলংকারের কাজ

```
│
├── ভাষাকে শ্রুতিমধুর করা
├── ভাবকে চিত্রময় করা
├── অর্থকে ব্যঞ্জনাময় করা
├── রসকে ঘনীভূত করা
├── কল্পনাকে প্রসারিত করা
├── ভাষাকে স্মরণীয় করা
└──── সাধারণ বক্তব্যকে কাব্যিক বক্তব্যে রূপান্তরিত করা
```

৮. অলংকারের প্রকৃতি : শব্দ, অর্থ, রস ও ব্যঞ্জনার সম্পর্ক

অলংকারের প্রকৃতি বহুমাত্রিক। কখনো এটি ধ্বনিনির্ভর, কখনো অর্থনির্ভর, কখনো কল্পনানির্ভর, কখনো বুদ্ধিনির্ভর, কখনো ব্যঞ্জনানির্ভর। অনুপ্রাসে ধ্বনি প্রধান; উপমায় সাদৃশ্য প্রধান; রূপকে কল্পনামূলক আরোপ প্রধান; শ্লেষে শব্দের বহুমাত্রিক অর্থ প্রধান; বক্রোক্তিতে বক্তব্যের বাঁক ও ইঙ্গিত প্রধান; ব্যাজস্তুতিতে প্রকাশ্য অর্থের আড়ালে গূঢ় অর্থ প্রধান।

অলংকারের প্রকৃতি বোঝার একটি সহজ মানচিত্র–

```
অলংকার
│
├── ধ্বনিগত সৌন্দর্য
│     └──── অনুপ্রাস, যমক
│
├── সাদৃশ্যগত সৌন্দর্য
│     └──── উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা
│
├── কল্পনাগত সৌন্দর্য
│     └──── ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, অতিশয়োক্তি
│
├── বুদ্ধিগত সৌন্দর্য
│     └──── শ্লেষ, অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ
│
└──── গূঢ়ার্থগত সৌন্দর্য
└──── বক্রোক্তি, ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা
```

এই মানচিত্র থেকে বোঝা যায়, অলংকার শুধু এক ধরনের বিষয় নয়। কোনো অলংকার কানে কাজ করে, কোনোটি মনে, কোনোটি কল্পনায়, কোনোটি যুক্তিতে, কোনোটি ব্যঞ্জনায়। তাই অলংকার শেখার সময় শুধু সংজ্ঞা মুখস্থ করলে হবে না; অলংকারের কার্যপ্রণালি বুঝতে হবে।

৯. অলংকারের প্রধান প্রকারভেদ

বাংলা ব্যাকরণ ও কাব্যতত্ত্বে প্রাথমিকভাবে অলংকারকে দুই ভাগে আলোচনা করা হয়– ১. শব্দালংকার ২. অর্থালংকার। এই বিভাজন শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর। কারণ এতে বোঝা যায়–কোথাও সৌন্দর্যের উৎস শব্দের ধ্বনি বা রূপে, কোথাও সৌন্দর্যের উৎস অর্থের বিন্যাসে।

```
অলংকার
│
├── শব্দালংকার
│     └──── শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, পুনরাবৃত্তি, মিল
│
└──── অর্থালংকার
└──── অর্থ, ভাব, তুলনা, কল্পনা, বিরোধ, ব্যঞ্জনা
```

তবে বাস্তব কাব্যে এই দুই ভাগ সবসময় সম্পূর্ণ আলাদা থাকে না। শ্লেষে শব্দ ও অর্থ দুটোই কাজ করে। বক্রোক্তিতে শব্দ, স্বরভঙ্গি, প্রসঙ্গ ও গূঢ়ার্থ একত্রে কাজ করতে পারে। তাই এই শ্রেণিবিভাগকে কঠোর দেয়াল হিসেবে নয়, বোঝার সুবিধার জন্য প্রাথমিক কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

১০. শব্দালংকার

যে অলংকারে শব্দের ধ্বনি, বর্ণ, উচ্চারণ, পুনরাবৃত্তি, মিল, শব্দরূপ বা শব্দখেলার মাধ্যমে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাকে শব্দালংকার বলে। এখানে শব্দ বদলে দিলে অলংকার সাধারণত নষ্ট হয়।

উদাহরণ– "মধুর মন্দ মলয় বয়।" এখানে "ম" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি বাক্যকে কোমল ও সুরেলা করেছে। যদি বলা হয়–"সুন্দর বাতাস ধীরে বইছে"–তাহলে অর্থ কিছুটা থাকবে, কিন্তু "মধুর মন্দ মলয়"-এর ধ্বনিসৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। তাই এটি শব্দালংকারের প্রকৃতি বোঝায়।

শব্দালংকারের প্রধান রূপগুলো–

```
শব্দালংকার
│
├── অনুপ্রাস
├── যমক
├── শ্লেষ
└──── বক্রোক্তি
├── শ্লেষ বক্রোক্তি
└──── কাকু বক্রোক্তি
```

এখানে পরবর্তী পর্বে অনুপ্রাসের সরল, গুচ্ছানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, মানানুপ্রাস–সব আলাদা করে আলোচনা করা হবে। তারপর যমক, শ্লেষ, শ্লেষ বক্রোক্তি ও কাকু বক্রোক্তি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হবে।

১১. অর্থালংকার

যে অলংকারে শব্দের ধ্বনি নয়, বরং অর্থ, ভাব, তুলনা, কল্পনা, বিরোধ, যুক্তি, ব্যঞ্জনা বা গূঢ়ার্থের বিশেষ ব্যবহারে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাকে অর্থালংকার বলে। এখানে শব্দ সামান্য বদলালেও যদি অর্থের অলংকারিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকে, তবে অলংকার বজায় থাকতে পারে।

উদাহরণ– "তার মুখ চাঁদের মতো সুন্দর।" এখানে "মুখ" উপমেয়, "চাঁদ" উপমান, "সৌন্দর্য" সাধারণ ধর্ম, "মতো" সাদৃশ্যবাচক শব্দ। শব্দ সামান্য বদলালেও যদি তুলনা বজায় থাকে, তবে উপমা থাকে– "তার মুখ যেন চাঁদ।" "চাঁদের মতো তার মুখ।"

অর্থালংকারের প্রধান বিভাগ–

```
অর্থালংকার
 │
 ├── সাদৃশ্যমূলক
 │      ├── উপমা
 │      ├── রূপক
 │      ├── উৎপ্রেক্ষা
 │      ├── সন্দেহ
 │      ├── অপহ্নুতি
 │      ├── নিশ্চয়
 │      ├── ভ্রান্তিমান
 │      ├── অতিশয়োক্তি
 │      ├── ব্যতিরেক
 │      ├── প্রতীপ
 │      ├── সমাসোক্তি
 │      ├── প্রতিবস্তুপমা
 │      ├── দৃষ্টান্ত
 │      └──── নিদর্শনা
 │
 ├── বিরোধমূলক
 │      ├── বিরোধাভাস
 │      ├── বিভাবনা
 │      ├── বিশেষোক্তি
 │      ├── অসঙ্গতি
 │      ├── বিষম
 │      ├── কারণমালা
 │      └──── একাবলী
 │
 ├── ন্যায়মূলক
 │      ├── অর্থান্তরন্যাস
 │      └──── কাব্যলিঙ্গ
 │
 └──── গূঢ়ার্থমূলক
 ├── ব্যাজস্তুতি
 └──── অপ্রস্তুত প্রশংসা
```

১২. শব্দালংকার ও অর্থালংকারের পার্থক্য

বিষয়	শব্দালংকার	অর্থালংকার
সৌন্দর্যের ভিত্তি	শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, পুনরাবৃত্তি	অর্থ, ভাব, কল্পনা, তুলনা
প্রধান প্রভাব	কানে লাগে	মনে ও কল্পনায় কাজ করে
শব্দ পরিবর্তনের প্রভাব	অলংকার নষ্ট হতে পারে	অনেক সময় অলংকার থাকে
উদাহরণ	অনুপ্রাস, যমক	উপমা, রূপক
প্রকৃতি	শ্রুতিমাধুর্যপ্রধান	ভাবমাধুর্যপ্রধান
বিশ্লেষণের পদ্ধতি	ধ্বনি ও শব্দরূপ দেখা হয়	অর্থসম্পর্ক দেখা হয়

উদাহরণে পার্থক্য– শব্দালংকার: "ঝরঝর ঝরে ঝরনার জল।" এখানে "ঝর" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি অলংকার সৃষ্টি করেছে। অর্থালংকার: "তার মুখ চাঁদের মতো।" এখানে মুখ ও চাঁদের সাদৃশ্য অলংকার সৃষ্টি করেছে।

১৩. অলংকার, রস ও ব্যঞ্জনা

অলংকারের সঙ্গে রস ও ব্যঞ্জনার সম্পর্ক গভীর। অলংকার রসকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে, কিন্তু রসের বিকল্প নয়। রস হলো কাব্যের প্রাণ; অলংকার সেই প্রাণকে সুন্দর রূপে প্রকাশের কৌশল। বিশ্বনাথ কবিরাজের "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"[৬] সূত্রে কাব্যের রসাত্মকতাকে মুখ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কাব্যের লক্ষ্য শুধু অলংকরণ নয়, রসসৃষ্টি।

ধ্বনিতত্ত্বের ধারায় আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক কাব্যের ব্যঞ্জনাময় অর্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। প্রকাশ্য অর্থের বাইরে যে সুগভীর ইঙ্গিত, তা কাব্যের প্রাণশক্তি হতে পারে।[৭] এই কারণে অনেক অলংকার শুধু চোখে দেখা বা কানে শোনা যায় না; অনুভব করতে হয়। বক্রোক্তি, শ্লেষ, ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা–এসব অলংকারে সরল অর্থের আড়ালে গভীর অর্থ কাজ করে।

একটি সম্পর্কচিত্র–

ভাব
↓
রস
↓
ব্যঞ্জনা
↓
অলংকার
↓
কাব্যসৌন্দর্য

অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি

১. শব্দালংকারের পরিচয়

অলংকারের প্রধান দুই ভাগ–শব্দালংকার ও অর্থালংকার। প্রথম পর্বে এই দুই ভাগের মৌলিক পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় পর্বে শব্দালংকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

যে অলংকারে শব্দের ধ্বনি, বর্ণ, উচ্চারণ, পুনরাবৃত্তি, শব্দরূপ, শব্দখেলা বা ধ্বনিগত বিন্যাসের মাধ্যমে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাকে শব্দালংকার বলে। এখানে সৌন্দর্যের প্রধান আশ্রয় শব্দ। শব্দ বদলে দিলে অর্থ কখনো বজায় থাকতে পারে, কিন্তু অলংকারের ধ্বনিমাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই শব্দালংকারে শব্দের বাইরের অর্থের চেয়ে শব্দের শরীর, ধ্বনি ও উচ্চারণের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

উদাহরণ–

"ঝরঝর ঝরে ঝরনার জল।"

এখানে "ঝর" ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি জলধারার শব্দকে কানে শুনিয়ে দেয়। যদি বাক্যটি লেখা হয়–"ঝরনার জল পড়ছে"–তাহলে অর্থ থাকবে, কিন্তু ধ্বনির যে ঝংকার ছিল তা থাকবে না। সুতরাং এখানে সৌন্দর্য অর্থের চেয়ে শব্দধ্বনির ওপর বেশি নির্ভর করছে। এ কারণেই এটি শব্দালংকারের প্রকৃতি বোঝার ভালো উদাহরণ।

শব্দালংকারের আলোচনায় সাধারণত অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু গ্রন্থে পুনরুক্তবদাভাসকেও শব্দালংকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; তবে এই পর্বে পাঠ্যসূচি ও আলোচনার প্রয়োজন অনুসারে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি প্রধানভাবে আলোচিত হবে।[৮]

```
শব্দালংকার
 │
 ├──── অনুপ্রাস
 ├──── যমক
 ├──── শ্লেষ
 └──── বক্রোক্তি
 ├──── শ্লেষ বক্রোক্তি
 └──── কাকু বক্রোক্তি
```

২. শব্দালংকারের বৈশিষ্ট্য

শব্দালংকার চেনার জন্য কয়েকটি লক্ষণ মনে রাখা দরকার।

প্রথমত, শব্দালংকারে শব্দের ধ্বনি বা রূপ প্রধান। অর্থাৎ একই ভাব অন্য শব্দে বললে অলংকারটি নষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শব্দালংকার কানে আগে ধরা পড়ে। অনুপ্রাসে বর্ণধ্বনির পুনরাবৃত্তি, যমকে একই শব্দের পুনর্ব্যবহার, শ্লেষে একই শব্দের বহু অর্থ, বক্রোক্তিতে শব্দ বা স্বরভঙ্গির বাঁক–এসব প্রথমে শ্রুতি ও শব্দরূপে প্রভাব ফেলে।

তৃতীয়ত, শব্দালংকারের সৌন্দর্য কৃত্রিম হলে দুর্বল হয়। শুধু একই বর্ণ বারবার আনলেই অনুপ্রাস হয় না; ধ্বনি-সাম্যকে শ্রুতিমধুর হতে হয়। একই শব্দ বারবার লিখলেই যমক হয় না; অর্থের চমক থাকতে হয়। শব্দের দ্ব্যর্থ থাকলেই শ্লেষ নয়; সেই দ্ব্যর্থ কাব্যিক তাৎপর্য তৈরি করতে হবে।

শব্দালংকারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা	উদাহরণধর্মী দিক
ধ্বনিনির্ভরতা	শব্দের উচ্চারণে সৌন্দর্য	অনুপ্রাস
শব্দরূপের পুনরাবৃত্তি	একই শব্দ বা ধ্বনির ফিরে আসা	যমক
বহু অর্থের সম্ভাবনা	এক শব্দে একাধিক অর্থ	শ্লেষ
বাঁকা উক্তি	সরল বক্তব্যের তির্যক ব্যবহার	বক্রোক্তি
শব্দ বদলালে ক্ষতি	ধ্বনি বা শব্দরূপ বদলালে অলংকার নষ্ট	অনুপ্রাসে বেশি স্পষ্ট

৩. অনুপ্রাস

অনুপ্রাস শব্দালংকারের সবচেয়ে পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত রূপ। একই ধ্বনি, বর্ণ বা ধ্বনিগুচ্ছ যুক্তভাবে বা বিযুক্তভাবে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে যদি শ্রুতিমধুরতা সৃষ্টি করে, তাকে অনুপ্রাস বলে।[৯]

সংজ্ঞা–

একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের সুকৌশল পুনরাবৃত্তিতে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হলে অনুপ্রাস অলংকার হয়।

এখানে "সুকৌশল" শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু একই বর্ণ অনেকবার এলেই অনুপ্রাস নয়। যেমন–

"কাকা কাককে কাকলি কহিল"–এখানে "ক" ধ্বনি বারবার এসেছে, কিন্তু যদি ধ্বনি কৃত্রিম ও অপ্রাকৃত লাগে, তবে তা সুন্দর অনুপ্রাস হবে না। আবার–

"কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত"

এখানে "ক" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি বাক্যকে শ্রুতিমধুর করেছে। ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ভাবের সঙ্গে মানানসই হয়েছে। তাই এটি অনুপ্রাসের ভালো উদাহরণ।

আরও উদাহরণ–

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।"

এখানে "গ" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি মেঘের গর্জনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করেছে। অনুপ্রাস শুধু কানে মধুর লাগছে না; প্রকৃতির শব্দও অনুকরণ করছে।

অনুপ্রাসের গঠন

ধ্বনি / ধ্বনিগুচ্ছ
↓
পুনরাবৃত্তি
↓
শ্রুতিমাধুর্য
↓
অনুপ্রাস

SINCE-1993

৪. অনুপ্রাসে ধ্বনির ভূমিকা

অনুপ্রাসের প্রাণ ধ্বনি। বর্ণ চোখে দেখা যায়, কিন্তু অনুপ্রাস কানে ধরা পড়ে। একই বর্ণ লিখিতভাবে থাকলেও উচ্চারণে যদি ধ্বনিগত সাম্য না থাকে, তবে অনুপ্রাস দুর্বল হতে পারে। আবার কখনো ভিন্ন বর্ণ হলেও উচ্চারণে সাদৃশ্য থাকলে অনুপ্রাসের স্বাদ তৈরি হতে পারে।

অনুপ্রাসে সাধারণত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দে ঝংকার, আঘাত, কোমলতা, কঠোরতা, মাধুর্য, গতি–এসব তৈরি করতে পারে। "ম" ধ্বনি কোমলতা সৃষ্টি করে, "ক" ধ্বনি স্পষ্টতা বা কড়াভাব আনতে পারে, "ঝর" ধ্বনি জলধারার শব্দ জাগাতে পারে, "গ" ধ্বনি মেঘের গম্ভীর গর্জন প্রকাশ করতে পারে।

উদাহরণ–

"মধুর মন্দ মলয় বয়।"

এখানে "ম" ধ্বনি কোমল, মসৃণ ও মধুর অনুভূতি তৈরি করেছে।

"চল চপলার চকিত চমকে।"

এখানে "চ" ধ্বনির দ্রুত পুনরাবৃত্তি চপলতা ও ঝলকের ভাব জাগিয়েছে।[১০]

৫. অনুপ্রাসের শ্রেণিবিভাগ

অনুপ্রাসের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। কোথাও অনুপ্রাসকে অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস ইত্যাদি বলা হয়েছে; আবার কোথাও সরল, গুচ্ছানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, মানানুপ্রাস ইত্যাদি নামে আলোচনা করা হয়।[১১] এখানে পাঠ্যসূচির সুবিধার জন্য নিচের ছয়টি রূপ আলোচনা করা হলো–

অনুপ্রাস
│
├──── সরল অনুপ্রাস
├──── গুচ্ছানুপ্রাস
├──── অন্ত্যানুপ্রাস
├──── ছেকানুপ্রাস
├──── বৃত্ত্যনুপ্রাস
└──── মানানুপ্রাস

NABARUN PUBLICATION

৬. সরল অনুপ্রাস

একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা বর্ণধ্বনি সহজভাবে দুই বা ততোধিকবার ব্যবহৃত হয়ে যদি শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করে, তাকে সরল অনুপ্রাস বলা যায়। এখানে পুনরাবৃত্তি সাধারণত স্পষ্ট, সরল এবং সহজে ধরার মতো হয়।

উদাহরণ–

"মধুর মন্দ মলয় বয়।"

এখানে "ম" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি আছে–মধুর, মন্দ, মলয়। ধ্বনিটি কোমল; তাই বাক্যের অর্থের সঙ্গে মিল রেখে মৃদু বাতাসের মাধুর্য সৃষ্টি করেছে।

আরেকটি উদাহরণ–

"কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত।"

এখানে "ক" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হয়েছে–কুলায়, কাঁপিছে, কাতর, কপোত। ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ভীত পাখির কাঁপুনির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিশ্লেষণ

উদাহরণ	পুনরাবৃত্ত ধ্বনি	প্রভাব
মধুর মন্দ মলয়	ম	কোমলতা, মাধুর্য
কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত	ক	কাঁপুনি, স্পষ্ট ধ্বনি
চল চপলার চকিত চমকে	চ	দ্রুততা, চপলতা

সরল অনুপ্রাসের সৌন্দর্য সহজে ধরা পড়ে, তাই শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাস বোঝার প্রথম ধাপ হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

৭. গুচ্ছানুপ্রাস

যখন একটি বর্ণ নয়, বরং ধ্বনিগুচ্ছ বা বর্ণগুচ্ছ বারবার ফিরে আসে এবং শ্রুতিমধুরতা সৃষ্টি করে, তাকে গুচ্ছানুপ্রাস বলা যায়। এখানে একটি ধ্বনি নয়, একাধিক ধ্বনির সমষ্টি পুনরাবৃত্ত হয়।

উদাহরণ–

"ঝরঝর ঝরে ঝরনার জল।"

এখানে "ঝর" ধ্বনিগুচ্ছ বারবার এসেছে। শুধু "ঝ" নয়, "ঝর" শব্দধ্বনির সম্পূর্ণ গুচ্ছ জলধারার শব্দময়তা তৈরি করছে।

আরেকটি উদাহরণ–

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি।"

এখানে "গু/গুম/গর" জাতীয় গম্ভীর ধ্বনিগুচ্ছ বারবার ফিরে এসেছে। মেঘের গর্জনের সঙ্গে এই ধ্বনিগুচ্ছ মানানসই।

আরও একটি উদাহরণ–

"টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে।"

এখানে "টু/পুর" ধ্বনিগুচ্ছ বৃষ্টির ছন্দময় শব্দকে প্রকাশ করছে।

বিশ্লেষণ

উদাহরণ	পুনরাবৃত্ত ধ্বনিগুচ্ছ	প্রভাব
ঝরঝর ঝরে ঝরনার জল	ঝর	জলধারার শব্দ
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি	গু/গুম	মেঘের গম্ভীরতা
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে	টু/পুর	বৃষ্টির শব্দ

গুচ্ছানুপ্রাসে শব্দধ্বনির পুনরাবৃত্তি অনেক সময় অনুকারধ্বনির মতো কাজ করে।

৮. অন্ত্যানুপ্রাস

চরণ, পদ বা পঙ্‌ক্তির শেষে একই বা সাদৃশ্যপূর্ণ ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে যে ধ্বনিমিল সৃষ্টি হয়, তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলা হয়। এটি অনেক সময় অন্ত্যমিল নামেও পরিচিত।[১২]

উদাহরণ–

"এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।"

এখানে "তলে" ও "জলে"–দুই চরণের শেষে "লে" ধ্বনির মিল আছে। এই পদান্তিক মিল অন্ত্যানুপ্রাস।

আরেকটি উদাহরণ–

"আকাশ ভরা তারা,
মনে জাগে সাড়া।"

এখানে "তারা" ও "সাড়া"–শেষ ধ্বনিতে সাদৃশ্য রয়েছে।

অন্ত্যানুপ্রাসের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
অবস্থান	চরণ বা পদান্তে
প্রকৃতি	শেষ ধ্বনির মিল
ব্যবহার	কবিতা, গান, ছড়া
প্রভাব	স্মরণযোগ্যতা ও সুরেলা সমাপ্তি

NABARUN PUBLICATION

অন্ত্যানুপ্রাস ছন্দ ও গানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অনেক কবিতার সংগীতধর্মিতা পদান্তিক মিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

৯. ছেকানুপ্রাস
যখন দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যুক্তভাবে বা বিযুক্তভাবে একই ক্রমে মাত্র দুইবার ব্যবহৃত হয় এবং তাতে ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তখন তাকে ছেকানুপ্রাস বলা হয়।[১৩] এখানে পুনরাবৃত্তি খুব বেশি নয়; সাধারণত একই ধ্বনিগুচ্ছের দুবার প্রত্যাবর্তনই মুখ্য।
উদাহরণ–
"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনই অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।"
এখানে "ন্ধ" ধ্বনিগুচ্ছ "অন্ধ" ও "বন্ধ" শব্দে একই ক্রমে এসেছে। ধ্বনিগত সাম্য আছে, কিন্তু পুনরাবৃত্তি সীমিত। তাই এটি ছেকানুপ্রাসের উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়।
আরেকটি সহজ উদাহরণ–
"ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া।"
এখানে "লোক" ধ্বনিগুচ্ছ পরপর ফিরে এসেছে। ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি শ্রুতিমাধুর্য তৈরি করেছে।
ছেকানুপ্রাসের লক্ষণ
ধ্বনিগুচ্ছ
↓
একই ক্রমে
↓
সাধারণত দুইবার
↓
শ্রুতিমাধুর্য
↓
ছেকানুপ্রাস
ছেকানুপ্রাসে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা কম হলেও ধ্বনির অবস্থান ও ক্রম গুরুত্বপূর্ণ।

১০. বৃত্ত্যনুপ্রাস
বৃত্ত্যনুপ্রাসে একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছ একাধিকবার আবর্তিত হয়ে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করে। অনেক আলোচনায় বলা হয়েছে, প্রকৃত অর্থে সব অনুপ্রাসেই আবৃত্তি আছে; তবে বিশেষ অর্থে যখন কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ বারবার ফিরে এসে চরণের ধ্বনিময় পরিবেশ তৈরি করে, তখন তাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস বলা হয়।[১৪]
উদাহরণ–
"কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি।"
এখানে "ক" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ধ্বনিঝংকার তৈরি করেছে।
আরেকটি উদাহরণ–
"বেলা যে পড়ে এলো, জলকে চল।"
এখানে "ল" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি বাক্যে মৃদু গতি ও ধ্বনিমাধুর্য এনেছে।
আরও উদাহরণ–
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।"
এখানে "র" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি নরম, দীর্ঘ ও রহস্যময় ধ্বনি-প্রবাহ সৃষ্টি করেছে।
বৃত্ত্যনুপ্রাসের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
পুনরাবৃত্তি	একই ধ্বনি বহুবার ফিরে আসে
বিস্তার	পুরো চরণ বা পঙ্‌ক্তিতে ছড়িয়ে থাকতে পারে
প্রভাব	ধ্বনিঝংকার, আবহ, লয়
বিশেষত্ব	শুধু মিল নয়, ধ্বনিময় পরিবেশ তৈরি

বৃত্ত্যনুপ্রাসে একই ধ্বনি যেন চরণজুড়ে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে। এ কারণেই এর নামের সঙ্গে "বৃত্তি" বা আবর্তনের ধারণা যুক্ত।

১১. মানানুপ্রাস
মানানুপ্রাস বলতে এমন অনুপ্রাসকে বোঝানো যায় যেখানে ধ্বনির পুনরাবৃত্তি শুধু কানে মধুর নয়, ভাব, রস বা পরিস্থিতির সঙ্গে বিশেষভাবে মানানসই। অর্থাৎ ধ্বনি ও অর্থের সামঞ্জস্য এখানে মুখ্য। অনুপ্রাসের সৌন্দর্য তখনই পূর্ণ হয়, যখন ধ্বনি ভাবকে সহায়তা করে।
উদাহরণ–
"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।"
এখানে "গ" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি শুধু অনুপ্রাস নয়; মেঘের গম্ভীর গর্জনের সঙ্গে ধ্বনিটি মানানসই। তাই এটিকে ভাবানুগ বা মানানুপ্রাসধর্মী বলা যায়।
আরেকটি উদাহরণ–
"মধুর মন্দ মলয় বয়।"
এখানে "ম" ধ্বনি মৃদু, কোমল ও মধুর। মলয় বাতাসের কোমলতার সঙ্গে এই ধ্বনি মানানসই। তাই অনুপ্রাসটি কেবল ধ্বনিগত নয়; রসগতও।
মানানুপ্রাসের বিচার

উদাহরণ	ধ্বনি	ভাবের সঙ্গে সম্পর্ক
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি	গ	মেঘের গম্ভীর গর্জন
মধুর মন্দ মলয়	ম	কোমল বাতাস
ঝরঝর ঝরে ঝরনার জল	ঝর	জলধারার শব্দ

মানানুপ্রাস দেখায়, অনুপ্রাসের প্রকৃত সৌন্দর্য তখনই, যখন ধ্বনি অর্থের সেবক হয়।

১২. অনুপ্রাস চেনার সহজ পদ্ধতি

অনুপ্রাস চেনার সময় নিচের বিষয়গুলো দেখা দরকার–

১. একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ বারবার এসেছে কি না।

২. ধ্বনিগুলো কাছাকাছি অবস্থানে আছে কি না।

৩. পুনরাবৃত্তি শ্রুতিমধুর হয়েছে কি না।

৪. ধ্বনি ভাবের সঙ্গে মানানসই কি না।

৫. শুধু শব্দের পুনরাবৃত্তি, না ধ্বনির শিল্পিত ব্যবহার–তা বিচার করতে হবে।

উদাহরণ–

“কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।”

এখানে “ক/ল” ধ্বনির পুনরাবৃত্তি আছে, কিন্তু বিশ্লেষণে দেখতে হবে পুনরাবৃত্তি ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করছে কি না।

“মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো।”

এখানে “ম” ও “ভ” ধ্বনি মৃদু অনুভূতির আবহ তৈরি করেছে।

১৩. যমক

যমক শব্দালংকারে একই শব্দ বা একইরূপ শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রতিবার তার অর্থ ভিন্ন হয়। শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকলেও অর্থের পার্থক্যের কারণে এখানে একটি চমক তৈরি হয়।[১৫]

সংজ্ঞা–

একই শব্দ বা একইরূপ শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে যমক অলংকার হয়।

উদাহরণ–

“আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।”

এখানে “চিনি” শব্দটি একদিকে “জানি/চিনি” অর্থে, অন্যদিকে “চিনি” শব্দের ধ্বনিগত মাধুর্য পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কানে লাগে। তবে যমক হিসেবে ধরতে হলে একই শব্দের ভিন্নার্থক ব্যবহারের বিষয়টি স্পষ্ট হতে হবে।

আরও নির্মিত উদাহরণ–

“সোনার হাতে সোনার চুড়ি।”

এখানে প্রথম “সোনার” অর্থ সুন্দর/উজ্জ্বল/স্বর্ণবর্ণ হাত হতে পারে, দ্বিতীয় “সোনার” অর্থ স্বর্ণনির্মিত চুড়ি। একই শব্দরূপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটি যমকধর্মী।

আরেকটি উদাহরণ–

“রাজা রাজা নয়, প্রজার হৃদয়ে যে রাজা।”

প্রথম “রাজা” বাহ্যিক শাসক, দ্বিতীয় “রাজা” প্রকৃত মর্যাদাবান ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

যমকের বিশ্লেষণ

উদাহরণ	পুনরাবৃত্ত শব্দ	অর্থ ১	অর্থ ২
সোনার হাতে সোনার চুড়ি	সোনার	স্বর্ণবর্ণ/সুন্দর	স্বর্ণনির্মিত
রাজা রাজা নয়	রাজা	পদবি/শাসক	মহৎ ব্যক্তি
চিনি গো চিনি	চিনি	জানা	ধ্বনি-চমক/পুনরুক্ত অর্থপ্রভাব

অনুপ্রাস ও যমকের পার্থক্য

বিষয়	অনুপ্রাস	যমক
পুনরাবৃত্তি	ধ্বনি বা বর্ণ	একই শব্দ
অর্থ	ভিন্ন হওয়া জরুরি নয়	ভিন্ন অর্থ জরুরি
প্রধান সৌন্দর্য	শ্রুতিমাধুর্য	শব্দার্থের চমক
উদাহরণ	মধুর মন্দ মলয়	সোনার হাতে সোনার চুড়ি

NABARUN PUBLICATION

অনুপ্রাসে ধ্বনি প্রধান, যমকে একই শব্দের ভিন্ন অর্থের খেলা প্রধান।

১৪. শ্লেষ

শ্লেষ শব্দালংকারের একটি সূক্ষ্ম রূপ। একটিমাত্র শব্দ একবার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তার দ্বারা একাধিক অর্থ বোঝার সুযোগ তৈরি হয়—তখন শ্লেষ অলংকার হয়।[১৬] যমকে একই শব্দ একাধিকবার আসে; শ্লেষে শব্দটি একবার এলেও বহু অর্থ জাগায়।

সংজ্ঞা—

এক শব্দের একবার প্রয়োগে একাধিক অর্থের আভাস বা প্রকাশ ঘটলে শ্লেষ অলংকার হয়।

উদাহরণ—

"নাগ" শব্দের অর্থ হতে পারে সাপ, হাতি, পর্বত, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইত্যাদি। কোনো কবিতায় যদি "নাগ" শব্দ এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে একাধিক অর্থ একসঙ্গে ধরা পড়ে, তবে শ্লেষ সৃষ্টি হতে পারে।

আরেকটি উদাহরণ—

"চাঁদ উঠেছে ঘরে।"

এখানে "চাঁদ" শব্দটি আকাশের চাঁদ নয়; সুন্দর বা প্রিয় ব্যক্তির অর্থে ব্যবহৃত। তবে যদি প্রসঙ্গে আকাশের চাঁদ ও প্রিয়জন—দুই অর্থই একসঙ্গে খেলা করে, তখন শ্লেষের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

নির্মিত উদাহরণ—

"কমল নয়নে কমল হাসে।"

এখানে "কমল" শব্দটি একদিকে পদ্ম, অন্যদিকে কোমল/সুন্দর অর্থে ধরা যেতে পারে। প্রসঙ্গ অনুযায়ী শব্দটির বহুস্তর অর্থ শ্লেষ তৈরি করতে পারে।

শ্লেষ ও যমকের পার্থক্য

বিষয়	শ্লেষ	যমক
শব্দের সংখ্যা	একবার ব্যবহৃত শব্দ	একই শব্দ একাধিকবার
অর্থ	একাধিক অর্থ	প্রতিবার ভিন্ন অর্থ
সৌন্দর্য	দ্ব্যর্থ বা বহুঅর্থের চমক	পুনরাবৃত্ত শব্দে অর্থবদল
উদাহরণ	এক "নাগ" শব্দে বহু অর্থ	সোনার হাতে সোনার চুড়ি

শ্লেষে পাঠকের বুদ্ধি সক্রিয় হয়। এক অর্থ পড়ে থেমে গেলে শ্লেষ ধরা পড়ে না; শব্দের অন্তর্নিহিত অন্য অর্থ বুঝতে হয়।

১৫. বক্রোক্তি

বক্রোক্তি শব্দের অর্থ বাঁকা উক্তি। বক্তব্য সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে, বাঁকিয়ে, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে, কখনো ব্যঙ্গ করে, কখনো শব্দের দ্ব্যর্থ ব্যবহার করে, কখনো স্বরভঙ্গির সাহায্যে ভিন্ন অর্থে বলা হলে বক্রোক্তি অলংকার হয়। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে কুন্তকের বক্রোক্তিজীবিত বক্রোক্তি-ভাবনাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে; সেখানে কাব্যের সৌন্দর্যে বক্র বা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ উক্তির গুরুত্ব দেখানো হয়েছে।[১৭]

সংজ্ঞা—

যেখানে বক্তার সরল অভিপ্রেত অর্থ সরাসরি না এসে শব্দ, প্রসঙ্গ বা স্বরভঙ্গির বাঁকে বিশেষ অর্থ সৃষ্টি করে, সেখানে বক্রোক্তি অলংকার হয়।

সহজ উদাহরণ—

কেউ কাজ নষ্ট করে ফেলেছে। তখন অন্যজন বলল—

"বাহ! তুমি তো বড় ভালো কাজ করেছ!"

এখানে বাহ্য অর্থ প্রশংসা, কিন্তু প্রকৃত অর্থ তিরস্কার। বক্তব্য সরাসরি নয়; বাঁকা। তাই এটি বক্রোক্তির সহজ উদাহরণ।

বক্রোক্তি দুই ভাগে আলোচিত হয়—

```
বক্রোক্তি
 │
 ├──── শ্লেষ বক্রোক্তি
 └──── কাকু বক্রোক্তি
```

১৬. শ্লেষ বক্রোক্তি

শ্লেষ বক্রোক্তিতে শব্দের দ্ব্যর্থ বা বহু অর্থের সুযোগে বক্রার্থ সৃষ্টি হয়। বক্তা এক অর্থে কথা বলেন, কিন্তু শ্রোতা বা পাঠক অন্য অর্থ গ্রহণ করে; অথবা একই উক্তির মধ্যে এমন শব্দ থাকে যার দ্ব্যর্থ বক্তব্যকে বাঁকিয়ে দেয়।

সংজ্ঞা—

শব্দের শ্লেষ বা দ্ব্যর্থতার সাহায্যে বক্র অর্থ সৃষ্টি হলে শ্লেষ বক্রোক্তি হয়।

উদাহরণ—

বক্তা : "আপনার কপালে রাজদণ্ড আছে।"

শ্রোতা : "নিশ্চয়ই, আইন অমান্য করে ছয় মাস জেল খেটেছি।"

এখানে "রাজদণ্ড" শব্দের এক অর্থ রাজচিহ্ন বা রাজশক্তির প্রতীকী দণ্ড; অন্য অর্থ শাস্তি বা দণ্ড। বক্তার অভিপ্রেত অর্থ এক, শ্রোতা অন্য অর্থ গ্রহণ করেছে। ফলে শব্দের দ্ব্যর্থ থেকে বক্রোক্তি সৃষ্টি হয়েছে।[১৮]

আরেকটি নির্মিত উদাহরণ—

বক্তা : "তুমি তো সত্যিই বড় মন্ত্রী!"

শ্রোতা : "হ্যাঁ, ঘরের বাজারের মন্ত্রণালয় আমারই হাতে।"

এখানে "মন্ত্রী" শব্দে সামাজিক পদ ও ঘরোয়া দায়িত্ব—দুই অর্থের খেলা হতে পারে। প্রসঙ্গ অনুযায়ী শ্লেষ বক্রোক্তি তৈরি হয়।

শ্লেষ বক্রোক্তির বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
শব্দে দ্ব্যর্থ থাকে	একই শব্দে দুই অর্থ
বক্তা-শ্রোতার অর্থভেদ থাকে	এক অর্থ বলা, অন্য অর্থ গ্রহণ
বুদ্ধির চমক থাকে	পাঠক অর্থের বাঁক ধরতে বাধ্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
শ্লেষের ওপর নির্ভরশীল	শব্দের বহুঅর্থ না থাকলে দুর্বল

১৭. কাকু বক্রোক্তি

কাকু মানে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি বা স্বরবৈচিত্র্য। কোনো বাক্যের সরল অর্থ এক হলেও কণ্ঠস্বর, উচ্চারণের ভঙ্গি, প্রসঙ্গ বা সুরের পরিবর্তনে যদি বিপরীত বা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে কাকু বক্রোক্তি বলে।

সংজ্ঞা–

স্বরভঙ্গি বা কণ্ঠসুরের কারণে সরল উক্তিতে ভিন্ন বা তির্যক অর্থ সৃষ্টি হলে কাকু বক্রোক্তি হয়।

উদাহরণ–

"তুমি খুব ভালো কাজ করেছ!"

এই বাক্যটি কোমল সুরে বলা হলে প্রশংসা। কিন্তু বিরক্ত, কটাক্ষপূর্ণ স্বরে বলা হলে অর্থ দাঁড়ায়–"তুমি কাজটি নষ্ট করেছ।" এখানে শব্দ বদলায়নি; স্বরভঙ্গি বদলেছে। তাই এটি কাকু বক্রোক্তি।

আরেকটি উদাহরণ–

"বাহ, কী সময়মতো এসেছ!"

কেউ যদি অনেক দেরি করে আসে, তখন এই বাক্যটি ব্যঙ্গার্থে বলা হতে পারে। শব্দে প্রশংসা, স্বরে তিরস্কার।

আরেকটি–

"তোমার বুদ্ধি তো কম নয়!"

প্রসঙ্গভেদে এটি সত্যিকারের প্রশংসা হতে পারে, আবার মূর্খতা বোঝাতেও ব্যবহার হতে পারে। স্বরভঙ্গি অর্থ বদলে দেয়।

কাকু বক্রোক্তির বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
শব্দ অপরিবর্তিত থাকে	একই বাক্য
স্বরভঙ্গি অর্থ বদলায়	প্রশংসা থেকে ব্যঙ্গ
প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ	পরিস্থিতি না জানলে অর্থ ধরা কঠিন
কথ্যভাষায় বেশি	দৈনন্দিন কথায় প্রচুর দেখা যায়
কাব্যে রস সৃষ্টি করে	ব্যঙ্গ, কৌতুক, কটাক্ষ

১৮. শ্লেষ বক্রোক্তি ও কাকু বক্রোক্তির পার্থক্য

বিষয়	শ্লেষ বক্রোক্তি	কাকু বক্রোক্তি
ভিত্তি	শব্দের দ্ব্যর্থ	কণ্ঠস্বর বা স্বরভঙ্গি
অর্থবদলের কারণ	একই শব্দের বহু অর্থ	একই বাক্যের ভিন্ন সুর
পাঠে ধরার উপায়	শব্দার্থ বিশ্লেষণ	প্রসঙ্গ ও স্বর কল্পনা
উদাহরণ	রাজদণ্ড = রাজচিহ্ন/শাস্তি	"বাহ! সময়মতো এসেছ!"
প্রকৃতি	শব্দবুদ্ধিনির্ভর	শ্রুতি ও প্রসঙ্গনির্ভর

শ্লেষ বক্রোক্তিতে শব্দ নিজেই অর্থের বাঁক তৈরি করে। কাকু বক্রোক্তিতে শব্দ একই থাকে, কিন্তু বলার ভঙ্গি অর্থ বদলে দেয়।

১৯. শব্দালংকারগুলোর তুলনামূলক আলোচনা

শব্দালংকারের চারটি প্রধান রূপ–অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি–পরস্পরের কাছাকাছি হলেও এক নয়। এদের পার্থক্য স্পষ্ট না হলে উদাহরণ বিশ্লেষণে ভুল হয়।

অলংকার	মূল ভিত্তি	কীভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়	উদাহরণধর্মী লক্ষণ
অনুপ্রাস	ধ্বনি পুনরাবৃত্তি	শ্রুতিমাধুর্য	"মধুর মন্দ মলয়"
যমক	একই শব্দের পুনরাবৃত্তি	ভিন্ন অর্থের চমক	"সোনার হাতে সোনার চুড়ি"
শ্লেষ	এক শব্দে বহু অর্থ	দ্ব্যর্থ বা বহুঅর্থ	"নাগ" শব্দে বহু অর্থ
বক্রোক্তি	বাঁকা উক্তি	সরল অর্থের বাইরে তির্যক অর্থ	"বাহ! ভালো কাজ করেছ!"

ভুল এড়ানোর উপায়
১. শুধু ধ্বনি পুনরাবৃত্তি থাকলে অনুপ্রাস হতে পারে।
২. একই শব্দ বারবার এসে ভিন্ন অর্থ দিলে যমক।
৩. শব্দ একবার এসে বহু অর্থ দিলে শ্লেষ।
৪. বক্তব্য সরাসরি না হয়ে বাঁকা অর্থ দিলে বক্রোক্তি।
৫. বক্রোক্তি যদি শব্দের দ্ব্যর্থে হয়, তবে শ্লেষ বক্রোক্তি।
৬. বক্রোক্তি যদি স্বরভঙ্গিতে হয়, তবে কাকু বক্রোক্তি।

২০. উদাহরণভিত্তিক দ্রুত বিশ্লেষণ
উদাহরণ ১
"কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত।"
পুনরাবৃত্ত ধ্বনি : ক
অলংকার : অনুপ্রাস
কারণ : একই "ক" ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে।
উদাহরণ ২
"ঝরঝর ঝরে ঝরনার জল।"
পুনরাবৃত্ত ধ্বনিগুচ্ছ : ঝর
অলংকার : গুচ্ছানুপ্রাস
কারণ : "ঝর" ধ্বনিগুচ্ছ বারবার এসে জলধারার শব্দময়তা তৈরি করেছে।
উদাহরণ ৩
"এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।"
শেষ মিল : তলে/জলে
অলংকার : অন্ত্যানুপ্রাস
কারণ : দুই চরণের শেষে সাদৃশ্যপূর্ণ ধ্বনি এসেছে।
উদাহরণ ৪
"সোনার হাতে সোনার চুড়ি।"
পুনরাবৃত্ত শব্দ : সোনার
অলংকার : যমক
কারণ : প্রথম "সোনার" সুন্দর/স্বর্ণবর্ণ অর্থে, দ্বিতীয় "সোনার" স্বর্ণনির্মিত অর্থে ব্যবহৃত।
উদাহরণ ৫
"কমল নয়নে কমল হাসে।"
শব্দ : কমল
অলংকার : শ্লেষধর্মী
কারণ : "কমল" শব্দে পদ্ম, কোমলতা, সৌন্দর্য–একাধিক অর্থের আভাস তৈরি হতে পারে।
উদাহরণ ৬
"বাহ! তুমি তো বড় ভালো কাজ করেছ!"
অলংকার : কাকু বক্রোক্তি
কারণ : স্বরভঙ্গি ও প্রসঙ্গ অনুসারে প্রশংসার আড়ালে তিরস্কার প্রকাশ পেতে পারে।
উদাহরণ ৭
"আপনার কপালে রাজদণ্ড আছে।"
অলংকার : শ্লেষ বক্রোক্তি
কারণ : "রাজদণ্ড" শব্দে দ্ব্যর্থ আছে–রাজচিহ্ন বা শাস্তি। অর্থের বাঁক শব্দ থেকেই তৈরি হয়েছে।
তৃতীয় পর্ব : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার
উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, প্রতীপ, সমাসোক্তি, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনা
১. অর্থালংকারের পরিচয়
অলংকারের প্রধান দুই ভাগ–শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শব্দালংকারে সৌন্দর্যের মূল উৎস শব্দের ধ্বনি, বর্ণ, পুনরাবৃত্তি বা শব্দরূপ; কিন্তু অর্থালংকারে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় অর্থ, ভাব, কল্পনা, তুলনা, বিরোধ, যুক্তি, ব্যঞ্জনা বা গূঢ়ার্থের মাধ্যমে। অর্থাৎ এখানে শব্দের বাহ্য রূপের চেয়ে শব্দের ভেতরের ভাবসম্পর্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
যে অলংকারে অর্থের বিশেষ বিন্যাসে কাব্যের ভাবমাধুর্য, কল্পনা, চিত্রময়তা বা রসঘনতা বৃদ্ধি পায়, তাকে অর্থালংকার বলে। বাংলা ও সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের পাঠ্যসূচিতে উপমা, রূপক, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ, বিভাবনা, বিশেষোক্তি প্রভৃতি অর্থালংকার হিসেবে আলোচিত হয়।[১৯]
অর্থালংকারকে আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে দেখা যায়–
ঙ সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার: উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, প্রতীপ, সমাসোক্তি, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনা।
ঙ বিরোধমূলক অর্থালংকার: বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, কারণমালা, একাবলী।
ঙ ন্যায়মূলক অর্থালংকার: অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ।
ঙ গূঢ়ার্থমূলক অর্থালংকার: ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা।
এই তৃতীয় পর্বে শুধু সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার আলোচনা করা হলো।
২. সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার
সাদৃশ্য মানে মিল বা তুলনাযোগ্যতা। দুটি ভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, অনুভূতি বা ভাবের মধ্যে কোনো সাধারণ ধর্ম থাকলে কবি সেই মিলকে নানা কাব্যিক রূপে প্রকাশ করেন। কখনো সরাসরি তুলনা করেন–এটি উপমা। কখনো একটিকে আরেকটির রূপে কল্পনা করেন–এটি রূপক। কখনো সম্ভাবনার সুরে বলেন–এটি উৎপ্রেক্ষা। কখনো সন্দেহ প্রকাশ করেন–এটি সন্দেহ অলংকার। কখনো আসল বিষয় অস্বীকার করে অন্য রূপে প্রকাশ করেন–এটি অপহ্নুতি।
সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের মূল ভিত্তি হলো: দুটি ভিন্ন বস্তু → কোনো সাধারণ ধর্ম → সাদৃশ্য বা তুলনা → কাব্যিক রূপ → অর্থালংকার।

৩. উপমা
উপমা অর্থ তুলনা। যে অলংকারে সমধর্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য প্রকাশ করা হয়, তাকে উপমা অলংকার বলে। অনলাইন বাংলা অলংকার আলোচনাতেও উপমাকে "সমগুণ বিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য" দেখানোর অলংকার বলা হয়েছে।[২০]
উদাহরণ: "তার মুখ চাঁদের মতো সুন্দর।"
এখানে মানুষের মুখকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মুখ ও চাঁদ এক বস্তু নয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার মিল আছে। তাই এটি উপমা।
উপমার চারটি অঙ্গ

অঙ্গ	উদাহরণে অংশ	ব্যাখ্যা
উপমেয়	তার মুখ	যে বস্তুটির তুলনা করা হচ্ছে
উপমান	চাঁদ	যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে
সাধারণ ধর্ম	সুন্দর	মুখ ও চাঁদের মিল
সাদৃশ্যবাচক শব্দ	মতো	তুলনার চিহ্ন

আরেকটি উদাহরণ: "পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।" এখানে "চোখ" উপমেয়, "পাখির নীড়" উপমান, শান্তি/আশ্রয়/নিবিড়তার ভাব সাধারণ ধর্ম, "মতো" সাদৃশ্যবাচক শব্দ।[২০]
৪. পূর্ণোপমা
যে উপমায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ–এই চারটি অঙ্গই স্পষ্টভাবে থাকে, তাকে পূর্ণোপমা বলে।
উদাহরণ: "তার মুখ চাঁদের মতো সুন্দর।"

অঙ্গ	অংশ
উপমেয়	তার মুখ
উপমান	চাঁদ
সাধারণ ধর্ম	সুন্দর
সাদৃশ্যবাচক শব্দ	মতো

চারটি অঙ্গই আছে। তাই এটি পূর্ণোপমা। আরও একটি উদাহরণ: "শিশিরবিন্দু মুক্তার মতো উজ্জ্বল।" এখানে শিশিরবিন্দু উপমেয়, মুক্তা উপমান, উজ্জ্বলতা সাধারণ ধর্ম, "মতো" সাদৃশ্যবাচক শব্দ। তাই পূর্ণোপমা।
৫. লুপ্তোপমা
যে উপমায় চারটি অঙ্গের এক বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত থাকে, তাকে লুপ্তোপমা বলে। অর্থাৎ তুলনা আছে, কিন্তু উপমার সব অঙ্গ স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।
উদাহরণ: "চাঁদমুখী মেয়ে।"
এখানে মেয়ের মুখকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; কিন্তু "মতো" বা "যেন" নেই, সাধারণ ধর্মও সরাসরি বলা হয়নি। তবু "চাঁদমুখী" শব্দে মুখের সৌন্দর্য ও চাঁদের সাদৃশ্য বোঝা যাচ্ছে। তাই এটি লুপ্তোপমা।
আরেকটি উদাহরণ: "কমলনয়ন।"
এখানে চোখকে কমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু "চোখ কমলের মতো" বলা হয়নি। উপমেয়-উপমানের সম্পর্ক শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তাই লুপ্তোপমা।

বিষয়	পূর্ণোপমা	লুপ্তোপমা
অঙ্গ	চারটি অঙ্গই থাকে	এক বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত
তুলনা	স্পষ্ট	আংশিক বা সংকেতময়
উদাহরণ	মুখ চাঁদের মতো সুন্দর	চাঁদমুখী
সাদৃশ্যবাচক শব্দ	থাকে	না-ও থাকতে পারে

৬. রূপক
উপমায় তুলনা থাকে, রূপকে অভেদ কল্পনা থাকে। অর্থাৎ উপমেয়কে উপমানের মতো বলা হয় না; সরাসরি উপমানরূপে কল্পনা করা হয়। যে অলংকারে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্যের কারণে উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তাকে রূপক অলংকার বলে। বিভিন্ন পাঠ্যসামগ্রীতে রূপকের লক্ষণ হিসেবে উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনার কথা বলা হয়েছে।[২১]
উদাহরণ: "সে ঘরের চাঁদ।"
এখানে "সে চাঁদের মতো" বলা হয়নি; সরাসরি "চাঁদ" বলা হয়েছে। ব্যক্তি উপমেয়, চাঁদ উপমান; ব্যক্তির ওপর চাঁদের রূপ আরোপ করা হয়েছে। তাই এটি রূপক।
আরেকটি উদাহরণ: "তুমি আমার জীবনের সূর্য।"
এখানে প্রিয়জনকে সূর্যের মতো বলা হয়নি; সরাসরি সূর্য বলা হয়েছে। প্রিয়জন জীবনে আলো ও শক্তির উৎস–এই ভাব রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত।

বিষয়	উপমা	রূপক
সম্পর্ক	তুলনা	অভেদ আরোপ
সাদৃশ্যবাচক শব্দ	যেন, মতো, সম থাকে	থাকে না
উদাহরণ	মুখ চাঁদের মতো	মুখই চাঁদ
প্রকাশ	তুলনামূলক	অধিক কল্পনাময়

৭. নিরঙ্গ রূপক
যে রূপকে উপমেয়ের ওপর উপমানের আরোপ সংক্ষিপ্তভাবে হয় এবং উপমানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা বিস্তৃত চিত্র দেখানো হয় না, তাকে নিরঙ্গ রূপক বলা যায়।
উদাহরণ: "তুমি আমার হৃদয়ের রত্ন।"

এখানে "তুমি" উপমেয়, "রত্ন" উপমান। প্রিয় ব্যক্তিকে রত্ন বলা হয়েছে। কিন্তু রত্নের দীপ্তি, মূল্য, রং, আকার–এসব অঙ্গ বিস্তার করা হয়নি। তাই এটি নিরঙ্গ রূপক।

আরেকটি উদাহরণ: "মা ঘরের দেবী।"

এখানে মাকে দেবী বলা হয়েছে। দেবীর বিস্তৃত অঙ্গচিত্র নেই; শুধু অভেদ আরোপ আছে।

৮. সাঙ্গ রূপক

যে রূপকে উপমেয়ের ওপর উপমানের আরোপ শুধু এক কথায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং উপমানের নানা অঙ্গ বা গুণ উপমেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে বিস্তৃতভাবে কল্পনা করা হয়, তাকে সাঙ্গ রূপক বলে।

উদাহরণ: "তার মুখ চাঁদ, দুই চোখ দুটি তারার মতো দীপ্ত, হাসি যেন জোৎস্নার রেখা।"

এখানে শুধু মুখকে চাঁদ বলা হয়নি; চোখ, হাসি, দীপ্তি–সব মিলিয়ে চাঁদের জোৎস্নাময় চিত্র বিস্তৃত হয়েছে। তাই এটি সাঙ্গ রূপকের রূপ নিতে পারে।

আরেকটি উদাহরণ: "দেশ এক বিশাল বৃক্ষ; মানুষ তার পাতা, নদী তার শিরা, ইতিহাস তার মূল।"

এখানে দেশকে বৃক্ষ বলা হয়েছে এবং বৃক্ষের নানা অঙ্গ–পাতা, শিরা, মূল–বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাই এটি সাঙ্গ রূপক।

৯. পরম্পরিত রূপক

যে রূপকে একটি রূপক আরেকটি রূপকের কারণ বা সহায়ক হয়ে ধারাবাহিক রূপক-সম্পর্ক তৈরি করে, তাকে পরম্পরিত রূপক বলে। ঘড়মিড়হম এরৎষং' ঈড়ষষবমব-এর অলংকার নোটে পরম্পরিত রূপকের ক্ষেত্রে একটি উপমেয়ের ওপর উপমানের আরোপ অন্য উপমেয়ের উপমান-আরোপের কারণ হয়–এমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[২১]

উদাহরণ: "জ্ঞানসূর্য উঠেছে, তার আলোয় অজ্ঞতার রাত্রি পালিয়েছে।"

এখানে জ্ঞানকে সূর্য বলা হলো; তারপর সূর্যের আলোকে জ্ঞানের আলো এবং অজ্ঞতাকে রাত্রি বলা হলো। এক রূপক থেকে আরেক রূপকের পরম্পরা তৈরি হয়েছে।

১০. উৎপ্রেক্ষা

যে অলংকারে উপমেয়কে উপমান বলে সম্ভাবনা, অনুমান বা কল্পনার সুরে ভাবা হয়, তাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। অনেক আলোচনায় উৎপ্রেক্ষায় "যেন", "মনে হয়", "বোধ হয়", "হয়তো" জাতীয় সম্ভাবনাবাচক ভাবের কথা বলা হয়েছে।[২২]

উদাহরণ: "মেঘমালা যেন পাহাড়ের কালো কেশ।"

এখানে মেঘকে পাহাড়ের কেশ বলে নিশ্চিত করা হয়নি; "যেন" শব্দে সম্ভাবনা ও কল্পনা আছে। তাই উৎপ্রেক্ষা।

আরেকটি উদাহরণ: "বনে বনে ফুল ফুটেছে–মনে হয় বসন্ত হাসছে।"

এখানে বসন্তকে সরাসরি মানুষ বলা হয়নি; ফুল ফোটাকে বসন্তের হাসি বলে কল্পনা করা হয়েছে। সম্ভাবনামূলক কল্পনা আছে। তাই উৎপ্রেক্ষা।

বিষয়	উপমা	উৎপ্রেক্ষা
প্রকৃতি	তুলনা	সম্ভাবনামূলক কল্পনা
শব্দ	মতো, যেন	যেন, মনে হয়, বোধ হয়
ভাব	স্থির তুলনা	কল্পনাময় অনুমান
উদাহরণ	মুখ চাঁদের মতো	মুখটি যেন চাঁদ হয়ে উঠেছে

১১. সন্দেহ

যে অলংকারে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্যের কারণে কবি নিশ্চিত হতে পারেন না–এটি উপমেয়, না উপমান–সেখানে সন্দেহ অলংকার হয়। অর্থাৎ দুই বস্তুর মধ্যে এমন সাদৃশ্য থাকে যে মনে সংশয় জাগে।[২১]

উদাহরণ: "ও কি চাঁদ, না তোমার মুখ?"

এখানে মুখ ও চাঁদের মধ্যে সৌন্দর্যের সাদৃশ্য এমনভাবে কল্পিত হয়েছে যে কবির মনে সন্দেহ জাগছে। তাই সন্দেহ অলংকার।

আরেকটি উদাহরণ: "দূরে যে শুভ্র বস্তুটি দেখা যায়, সে কি মেঘ, না পর্বতের তুষার?"

এখানে মেঘ ও তুষারের শুভ্রতার সাদৃশ্য থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

১২. অপহ্নুতি

অপহ্নুতি অর্থ অস্বীকার। যে অলংকারে প্রকৃত বস্তুকে অস্বীকার করে তার স্থলে অন্য বস্তুর আরোপ করা হয়, তাকে অপহ্নুতি বলে। বাংলা অলংকার আলোচনায় অপহ্নুতিকে এমন অলংকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় যেখানে প্রকৃত বিষয়কে না বলে অন্য কিছুরূপে প্রকাশ করা হয়।[২০]

উদাহরণ: "এ মুখ নয়, পূর্ণিমার চাঁদ।"

এখানে মুখকে মুখ বলা অস্বীকার করা হয়েছে; তাকে চাঁদ বলা হয়েছে। তাই অপহ্নুতি।

আরেকটি উদাহরণ: "এ অশ্রু নয়, হৃদয়ের গলিত ব্যথা।"

এখানে অশ্রুকে অশ্রু বলা হয়নি; হৃদয়ের ব্যথার তরল রূপ বলা হয়েছে। প্রকৃত বিষয় অস্বীকার করে নতুন কল্পিত রূপ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়	রূপক	অপহ্নুতি
প্রকৃতি	উপমেয়ের ওপর উপমান আরোপ	উপমেয় অস্বীকার করে উপমান প্রতিষ্ঠা
উদাহরণ	সে ঘরের চাঁদ	এ মুখ নয়, চাঁদ
ভঙ্গি	সরাসরি রূপারোপ	অস্বীকার + রূপারোপ

১৩. নিশ্চয়

সন্দেহ অলংকারে সংশয় থাকে; নিশ্চয় অলংকারে সেই সংশয় দূর হয়ে দৃঢ় ঘোষণা থাকে। কোনো বস্তুকে দেখে কবি সম্ভাবনা বা সন্দেহে না থেকে দৃঢ়ভাবে নির্দিষ্ট রূপে স্থির করলে নিশ্চয় অলংকার হয়।

উদাহরণ: "না, এ চাঁদ নয়; এ তো তোমার মুখই।"

এখানে প্রথমে চাঁদ ও মুখের সাদৃশ্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শেষে কবি নিশ্চিত হলেন–এটি মুখ। তাই নিশ্চয় অলংকারের ভাব।

আরেকটি উদাহরণ: "ও মেঘ নয়, সে তো পর্বতের ধোঁয়া।"

এখানে সম্ভাব্য বিভ্রান্তির পর একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

বিষয়	সন্দেহ	নিশ্চয়
মানসিক অবস্থা	সংশয়	সিদ্ধান্ত
বাক্যভঙ্গি	প্রশ্নাত্মক	ঘোষণামূলক

উদাহরণ	ও কি চাঁদ, না মুখ?	না, এ চাঁদ নয়–মুখই

১৪. ভ্রান্তিমান

যে অলংকারে প্রবল সাদৃশ্যের কারণে এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে ভুল মনে হয়, তাকে ভ্রান্তিমান বলে। অর্থাৎ এখানে কল্পিত বিভ্রম কাজ করে। সংস্কৃত অলংকার-পাঠ্যসূচিতে সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে ভ্রান্তিমান অন্তর্ভুক্ত আছে।[১৯]

উদাহরণ: "দূর থেকে তাকে দেখে মনে হলো, যেন শ্বেতপদ্ম ফুটেছে।"

এখানে কোনো মানুষের শুভ্র মুখ বা উপস্থিতিকে শ্বেতপদ্ম বলে ভুল মনে হচ্ছে। এই ভুল-জন্মানো সাদৃশ্যই ভ্রান্তিমান।

আরেকটি উদাহরণ: "শিশিরভেজা ঘাসে মুক্তা ছড়ানো মনে হলো।"

আসলে মুক্তা নয়, শিশিরবিন্দু; কিন্তু সাদৃশ্যের কারণে মুক্তা বলে ভ্রম হচ্ছে।

বিষয়	সন্দেহ	ভ্রান্তিমান
অবস্থা	নিশ্চিত নয়	ভুল ধারণা তৈরি হয়
উদাহরণ	ও কি মুক্তা, না শিশির?	শিশিরকে মুক্তা ভেবেছিলাম
মানসিক রূপ	প্রশ্ন	ভ্রম

১৫. অতিশয়োক্তি

যে অলংকারে কোনো ভাব, গুণ, ঘটনা বা অবস্থাকে বাস্তবের চেয়ে অনেক বড়, তীব্র, বিস্ময়কর বা অতিরঞ্জিত করে বলা হয়, তাকে অতিশয়োক্তি বলে। সংস্কৃত ও বাংলা অলংকার আলোচনায় অতিশয়োক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থালংকার হিসেবে বিবেচিত।[১৯]

উদাহরণ: "তোমার জন্য আমি সাগর শুকিয়ে ফেলব।"

বাস্তবে সাগর শুকিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু ভালোবাসা বা সংকল্পের তীব্রতা বোঝাতে অতিরঞ্জন করা হয়েছে। তাই অতিশয়োক্তি।

আরেকটি উদাহরণ: "তার কান্নায় আকাশ ভেসে গেল।"

বাস্তবে আকাশ ভেসে যায় না। কিন্তু কান্নার তীব্রতা বোঝাতে অতিরঞ্জন করা হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ: "এক মুহূর্তে সে পাহাড়সম কাজ শেষ করল।"

এখানে কাজের বিশালতা অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশিত।

কাজ	ব্যাখ্যা
আবেগ তীব্র করা	ভালোবাসা, বেদনা, রাগ, বিস্ময় বাড়ায়
কাব্যিক চমক আনা	বাস্তবকে অতিক্রম করে
গুণকে বড় করা	কোনো চরিত্র বা ঘটনার মহত্ত্ব প্রকাশ
নাটকীয়তা সৃষ্টি	পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ

১৬. ব্যতিরেক

যে অলংকারে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হয়, তাকে ব্যতিরেক বলে। বাংলা অলংকার আলোচনায় ব্যতিরেকের ক্ষেত্রে উপমানের চেয়ে উপমেয়ের শ্রেষ্ঠতা বা বিশেষত্ব প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।[২০]

উদাহরণ: "চাঁদও লজ্জা পায় তার মুখ দেখে।"

এখানে চাঁদ সাধারণত সৌন্দর্যের উপমান। কিন্তু বলা হয়েছে, তার মুখের সৌন্দর্যে চাঁদও লজ্জিত। অর্থাৎ উপমেয়–তার মুখ–উপমান–চাঁদের চেয়েও উৎকৃষ্ট। তাই ব্যতিরেক।

আরেকটি উদাহরণ: "কমলও ম্লান তার চোখের কাছে।"

এখানে চোখের সৌন্দর্য কমলের চেয়েও বেশি বলা হয়েছে।

ক্লাসিকধর্মী উদাহরণ: "সকলঙ্ক চন্দ্র, ললাট নিষ্কলঙ্ক।"

চাঁদের কলঙ্ক আছে; ললাট কলঙ্কহীন। তাই ললাটকে চাঁদের চেয়েও উৎকৃষ্ট দেখানো হয়েছে।[২০]

বিষয়	উপমা	ব্যতিরেক
সম্পর্ক	সাদৃশ্য	তুলনায় শ্রেষ্ঠতা/অপকর্ষ
উদাহরণ	মুখ চাঁদের মতো	মুখ দেখে চাঁদ লজ্জা পায়
উপমানের ভূমিকা	তুলনার মাপকাঠি	উপমেয়কে বড় করতে ব্যবহৃত

১৭. প্রতীপ

প্রতীপ মানে বিপরীত বা উল্টো। সাধারণত উপমায় উপমেয়কে উপমানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু যখন প্রচলিত তুলনার দিক উল্টে যায়–অর্থাৎ উপমানকেই উপমেয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন প্রতীপ অলংকার হয়।

সাধারণ উপমা: "তার মুখ চাঁদের মতো।"

প্রতীপ: "চাঁদ যেন তার মুখের মতো।"

এখানে সাধারণত মুখকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু প্রতীপে চাঁদকেই মুখের সঙ্গে তুলনা করা হলো। তুলনার দিক উল্টে গেছে।

আরেকটি উদাহরণ: "কমল যেন তার চোখের অনুকরণ।"

সাধারণত চোখকে কমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়; এখানে কমলকে চোখের অনুকরণ বলা হয়েছে। তাই প্রতীপ।

বিষয়	ব্যতিরেক	প্রতীপ
প্রকৃতি	উপমেয় উপমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ	তুলনার দিক উল্টে যায়
উদাহরণ	চাঁদ লজ্জা পায় মুখ দেখে	চাঁদ তার মুখের মতো
কেন্দ্র	উৎকর্ষ	বিপরীত তুলনা

১৮. সমাসোক্তি

সমাসোক্তি হলো সংক্ষিপ্ত উক্তিতে বিস্তৃত অর্থ বা ইঙ্গিত প্রকাশের অলংকার। কোনো বিষয় সরাসরি পূর্ণভাবে না বলে সংক্ষিপ্ত, ঘনীভূত বা সমাসবদ্ধ ভঙ্গিতে এমনভাবে বলা হয় যে পাঠক তার ভেতর থেকে বিস্তৃত অর্থ উদ্ধার করে। সংস্কৃত সাহিত্যপাঠ্যসূচিতে সমাসোক্তি অর্থালংকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।[১৯]

উদাহরণ: "রাত্রি নামল বিষাদের আঁচল মেলে।"

এখানে রাত্রিকে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে, বিষাদকে আঁচল বলা হয়েছে, অন্ধকার ও মনোভাব একত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত উক্তিতে বিস্তৃত আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ: "গ্রাম ঘুমিয়ে আছে।"

আসলে গ্রামের মানুষ ঘুমিয়ে আছে, ঘরবাড়ি নিস্তব্ধ, পথ শূন্য, আলো নিবে গেছে–এই অনেক অর্থ একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে এসেছে। তাই সমাসোক্তির ভাব তৈরি হতে পারে।

১৯. প্রতিবস্তুপমা

যেখানে দুটি পৃথক বাক্য বা ভাবের মধ্যে সমান্তরাল সাদৃশ্য থাকে এবং একটির সঙ্গে অন্যটির তুলনামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেখানে প্রতিবস্তুপমা অলংকার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ্যসূচিতে চৎধঃরাধংঃঁঢ়ধসধ বা প্রতিবস্তুপমা গুরুত্বপূর্ণ অর্থালংকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।[২৩]

উদাহরণ: "যেমন সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়, তেমন জ্ঞান এলে অজ্ঞতা দূর হয়।"

এখানে দুটি সমান্তরাল ভাব আছে–একদিকে সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়; অন্যদিকে জ্ঞান এলে অজ্ঞতা দূর হয়। দুই বাক্যের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে। তাই প্রতিবস্তুপমা।

আরেকটি উদাহরণ: "মেঘ এলে যেমন মাঠে স্নিগ্ধতা নামে, তেমনি তোমার আগমনে ঘরে শান্তি আসে।"

এখানে মেঘ-মাঠ এবং তোমার আগমন-ঘর–দুটি আলাদা বিষয় সমান্তরাল তুলনায় যুক্ত হয়েছে।

২০. দৃষ্টান্ত

কোনো বক্তব্যকে স্পষ্ট, প্রতিষ্ঠিত বা বোধগম্য করার জন্য পরিচিত উদাহরণ আনা হলে দৃষ্টান্ত অলংকার হয়। এখানে উদাহরণটি মূল বক্তব্যকে সমর্থন করে। সংস্কৃত পাঠ্যসূচিতে উৎরংঃধহঃধ বা দৃষ্টান্ত অর্থালংকার হিসেবে আলোচিত।[১৯]

উদাহরণ: "পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য আসে না; বীজ না বুনলে ফসল ফলে না।"

এখানে প্রথম বক্তব্য–পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য আসে না। দ্বিতীয় অংশে বীজ ও ফসলের উদাহরণ দিয়ে সেই সত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই দৃষ্টান্ত।

আরেকটি উদাহরণ: "অহংকার মানুষকে পতনের দিকে নেয়; অতিভারী ফলের ডাল যেমন মাটির দিকে নুয়ে পড়ে।"

এখানে প্রকৃতির উদাহরণ দিয়ে মানবজীবনের সত্য বোঝানো হয়েছে।

২১. নিদর্শনা

নিদর্শনা দৃষ্টান্তের কাছাকাছি, তবে এখানে কোনো বিশেষ উদাহরণের মাধ্যমে সাধারণ সত্য বা গভীর ভাবকে দেখানো হয়। দৃষ্টান্তে উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়; নিদর্শনায় উদাহরণটি নিজেই একটি নীতি, সত্য বা ভাবের ইঙ্গিত হয়ে ওঠে। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের পাঠ্যতালিকায় ঘরফধৎংযধহধ বা নিদর্শনা অর্থালংকার হিসেবে উল্লেখিত।[১৯]

উদাহরণ: "দীপ নিজে জ্বলে, অন্যকে আলো দেয়।"

এখানে দীপের উদাহরণ দিয়ে আত্মত্যাগ, পরোপকার বা মহত্ত্বের সাধারণ সত্য বোঝানো হয়েছে। তাই এটি নিদর্শনার ভাব সৃষ্টি করতে পারে।

আরেকটি উদাহরণ: "ফুল নিজের জন্য সুবাস রাখে না; চারদিকে বিলিয়ে দেয়।"

এখানে ফুলের আচরণের উদাহরণ দিয়ে দানশীলতা বা সৌন্দর্যের প্রকৃতি বোঝানো হয়েছে।

বিষয়	দৃষ্টান্ত	নিদর্শনা
কাজ	বক্তব্য প্রমাণে উদাহরণ	উদাহরণে সাধারণ সত্য প্রকাশ
ভঙ্গি	যুক্তিসমর্থক	ভাবপ্রতিষ্ঠাকারী
উদাহরণ	বীজ না বুনলে ফসল নেই	দীপ জ্বলে অন্যকে আলো দেয়
প্রভাব	বোঝায়	দেখায়

২২. সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারগুলোর তুলনামূলক সারণি

অলংকার	মূল লক্ষণ	উদাহরণ
উপমা	উপমেয়-উপমানের সরাসরি তুলনা	মুখ চাঁদের মতো
পূর্ণোপমা	উপমার চার অঙ্গই থাকে	তার মুখ চাঁদের মতো সুন্দর
লুপ্তোপমা	এক বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত	চাঁদমুখী
রূপক	উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ	সে ঘরের চাঁদ
নিরঙ্গ রূপক	সংক্ষিপ্ত রূপারোপ	মা ঘরের দেবী
সাঙ্গ রূপক	বিস্তৃত অঙ্গসহ রূপারোপ	দেশ এক বৃক্ষ; মানুষ তার পাতা
পরম্পরিত রূপক	এক রূপক থেকে আরেক রূপক	জ্ঞানসূর্য উঠলে অজ্ঞতার রাত্রি পালায়
উৎপ্রেক্ষা	সম্ভাবনামূলক কল্পনা	মেঘ যেন পাহাড়ের কেশ
সন্দেহ	উপমেয়-উপমানে সংশয়	ও কি চাঁদ, না মুখ?
অপহ্নুতি	প্রকৃত বস্তুকে অস্বীকার করে অন্য রূপ দেওয়া	এ মুখ নয়, চাঁদ
নিশ্চয়	সংশয় শেষে সিদ্ধান্ত	না, এ চাঁদ নয়–মুখই
ভ্রান্তিমান	সাদৃশ্যজনিত ভুল ধারণা	শিশিরকে মুক্তা মনে হলো
অতিশয়োক্তি	অতিরঞ্জন	কান্নায় আকাশ ভেসে গেল
ব্যতিরেক	উপমানের চেয়ে উপমেয় উৎকৃষ্ট	চাঁদ লজ্জা পায় তার মুখ দেখে
প্রতীপ	তুলনার দিক উল্টো	চাঁদ তার মুখের মতো
সমাসোক্তি	সংক্ষিপ্ত উক্তিতে বিস্তৃত অর্থ	গ্রাম ঘুমিয়ে আছে

প্রতিবস্তুপমা	দুই সমান্তরাল ভাবের তুলনা	সূর্য-অন্ধকার / জ্ঞান-অজ্ঞতা
দৃষ্টান্ত	বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় উদাহরণ	বীজ না বুনলে ফসল নেই
নিদর্শনা	উদাহরণে সাধারণ সত্য	দীপ জ্বলে অন্যকে আলো দেয়

চতুর্থ পর্ব : বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক ও গূঢ়ার্থমূলক অর্থালংকার

অলংকার পরিচ্ছেদের সমাপনী অংশ

১. ভূমিকা

আগের তিন পর্বে অলংকারের ধারণা, শব্দালংকার এবং সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার আলোচনা করা হয়েছে। এই চতুর্থ পর্বে অলংকার পরিচ্ছেদের বাকি অংশ সম্পূর্ণ করা হলো। এখানে থাকবে–বিরোধমূলক অর্থালংকার, শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার, ন্যায়মূলক অর্থালংকার, গূঢ়ার্থমূলক অর্থালংকার এবং শেষে অলংকার চেনার ব্যবহারিক পদ্ধতি। বাংলা অলংকারচর্চায় অর্থালংকারকে সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা, ন্যায় ও গূঢ়ার্থ-প্রতীতি–এই কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়; একাধিক পাঠ্যসূত্রে বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, কারণমালা, একাবলী, অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ, ব্যাজস্তুতি ও অপ্রস্তুত প্রশংসা এই পরিসরে আলোচিত হয়েছে।[২৪]

অর্থালংকারের শেষ পর্ব

```
│
├──── বিরোধমূলক : বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম
├──── শৃঙ্খলামূলক : কারণমালা, একাবলী
├──── ন্যায়মূলক : অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ
└──── গূঢ়ার্থমূলক : ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা
```

২. বিরোধমূলক অর্থালংকার

কাব্যে অনেক সময় কবি এমন বক্তব্য করেন, যা প্রথমে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়; কিন্তু গভীর অর্থে তা সত্য, সুন্দর বা চমৎকার হয়ে ওঠে। এই আপাতবিরোধকে কেন্দ্র করে যে অর্থালংকার সৃষ্টি হয়, তাকে বিরোধমূলক অর্থালংকার বলে। এখানে "আপাত" শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত বিরোধ হলে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না; কিন্তু বাহ্যিক বিরোধের ভেতরে যদি গভীর অর্থ থাকে, তখন তা অলংকারে পরিণত হয়। বাংলা ব্যাকরণ-আলোচনায় বিরোধমূলক অলংকারের মধ্যে বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি ও বিষমকে প্রধানভাবে ধরা হয়।[২৫]

আপাত বিরোধ → গভীর অর্থে বিরোধ নয় → কাব্যিক চমৎকারিত্ব → বিরোধমূলক অলংকার

৩. বিরোধাভাস

যেখানে উক্তির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ দেখা যায়, কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে সেই বিরোধ দূর হয়ে অর্থ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়, সেখানে বিরোধাভাস অলংকার হয়। অর্থাৎ বিরোধ আছে বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিরোধ নেই। বাংলা অলংকার আলোচনায় বলা হয়েছে–"দুটো বস্তুতে যদি আপাত বিরোধ দেখা যায় এবং সেই বিরোধে যদি চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়, তাহলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়।"[২৬]

উদাহরণ: "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" এখানে "সীমা" ও "অসীম" আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী। সীমা মানে বাঁধা, অসীম মানে সীমাহীন। কিন্তু কবির বক্তব্য হলো–সীমিত জীবনের মধ্যেই অসীম সত্তা বা চেতনার প্রকাশ ঘটে। তাই এখানে প্রকৃত বিরোধ নেই; আছে গভীর ভাব। ফলে বিরোধাভাস অলংকার হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ: "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।" ফাঁসি মানে মৃত্যু, আর জীবনজয়গান মানে জীবনের বিজয়। প্রথমে বিরোধ মনে হয়। কিন্তু যারা দেশের জন্য প্রাণ দেয়, তাদের মৃত্যু আসলে আত্মত্যাগের মাধ্যমে জীবনের বৃহত্তর জয়। তাই এখানে বিরোধটি আপাত; গভীরে তা মহত্ত্বের প্রকাশ।

আরও উদাহরণ: "অন্ধকারে আজ আলো দেখিলাম।" এখানে অন্ধকারে আলো দেখা আপাতবিরোধী। কিন্তু যদি অর্থ হয়–বিপদের মধ্যে আশার সন্ধান পাওয়া–তবে বিরোধ দূর হয়।

লক্ষণ	ব্যাখ্যা
আপাত বিরোধ	শব্দ বা ভাব প্রথমে বিপরীত মনে হয়
গভীর অর্থ	বিশ্লেষণে বিরোধ দূর হয়
চমৎকারিত্ব	বিরোধের মধ্যেই কাব্যিক সৌন্দর্য
উদাহরণ	সীমার মাঝে অসীম

৪. বিভাবনা

যেখানে কোনো কার্য ঘটেছে বলে বলা হয়, কিন্তু তার স্বাভাবিক কারণ উপস্থিত নেই–সেখানে বিভাবনা অলংকার হয়। সহজভাবে, কারণ ছাড়া কার্য ঘটেছে–এই কাব্যিক কল্পনায় বিভাবনা সৃষ্টি হয়। বাংলা ব্যাকরণ সূত্রে বিভাবনা সম্পর্কে বলা হয়েছে–"কারণের অভাবের জন্য কার্যভাবনাকে বিভাবনা বলে"; অর্থাৎ কারণ না থাকলেও কার্য কল্পনা করা হয়।[২৭]

উদাহরণ: "মেঘ নেই, তবু চোখে বৃষ্টি নামে।" এখানে বৃষ্টির স্বাভাবিক কারণ মেঘ। কিন্তু মেঘ নেই, তবু চোখে বৃষ্টি–অর্থাৎ অশ্রু। কারণ অনুপস্থিত, কিন্তু কার্য কল্পিত। তাই বিভাবনা।

আরেকটি উদাহরণ: "দীপ নেই ঘরে, তবু আলোয় ভরে উঠল জীবন।" আলো হওয়ার জন্য প্রদীপ বা আলোর উৎস প্রয়োজন। কিন্তু দীপ নেই, তবু আলো হলো–এখানে প্রিয়জনের আগমন, জ্ঞান, আশা বা আনন্দকে আলো হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। কারণ অনুপস্থিত, কার্য উপস্থিত–বিভাবনা।

আরও উদাহরণ: "বসন্ত আসেনি, তবু তার হাসিতে ফুল ফুটল।" ফুল ফোটার সঙ্গে বসন্তের সম্পর্ক আছে। কিন্তু বসন্ত না এসেও হাসিতে ফুল ফোটার কল্পনা বিভাবনা সৃষ্টি করেছে।

কারণ নেই → কার্য ঘটেছে বলে কল্পনা → চমৎকার ভাব → বিভাবনা

৫. বিশেষোক্তি

কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক কার্য ঘটে না–এমন কাব্যিক উক্তিতে বিশেষোক্তি অলংকার হয়। বিভাবনায় কারণ নেই, অথচ কার্য আছে; বিশেষোক্তিতে কারণ আছে, অথচ কার্য নেই। তাই এ দুটির পার্থক্য ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। বাংলা ব্যাকরণ-আলোচনায় বিশেষোক্তির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–"কারণ থাকা সত্ত্বেও কাজ না হলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়।"[২৮]

উদাহরণ: "আছে চক্ষু, কিন্তু দেখা নাহি যায়। আছে কর্ণ, কিন্তু শব্দ নাহি ধায়।" চোখ আছে–তাই দেখা যাওয়ার কথা। কান আছে–তাই শোনা যাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না। কারণ আছে, কার্য নেই। তাই বিশেষোক্তি।

আরেকটি উদাহরণ: "দীপ জ্বলে, তবু ঘর অন্ধকার।" দীপ জ্বললে ঘর আলোকিত হওয়ার কথা। কিন্তু তবু অন্ধকার। এখানে কারণ আছে, স্বাভাবিক কার্য অনুপস্থিত। তাই বিশেষোক্তি।

আরও উদাহরণ: "বুক আছে, তবু সাহস নেই।" বুক সাহসের প্রতীক। কিন্তু বুক থাকা সত্ত্বেও সাহস নেই–এখানে বিশেষোক্তির ভাব।

Since 1993 NABARUN PUBLICATION

বিষয়	বিভাবনা	বিশেষোক্তি
কারণ	নেই	আছে
কার্য	ঘটেছে বলে বলা হয়	ঘটে না
উদাহরণ	মেঘ নেই, তবু বৃষ্টি	দীপ জ্বলে, তবু অন্ধকার
মূল ভাব	কারণহীন কার্য	কারণসহ কার্যাভাব

৬. অসঙ্গতি

কারণ এক স্থানে ঘটেছে, কিন্তু তার ফল বা কার্য অন্য স্থানে দেখা যাচ্ছে–এমন অস্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কাব্যিক চমৎকার সৃষ্টি হলে অসঙ্গতি অলংকার হয়। অর্থাৎ কারণ ও কার্য স্বাভাবিকভাবে একই সম্পর্কের মধ্যে থাকার কথা; কিন্তু এখানে তাদের অবস্থান আলাদা বা সম্পর্ক অস্বাভাবিক। বাংলা ব্যাকরণ-সূত্রে অসঙ্গতির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–"কার্য ও কারণের স্থান যদি বিভিন্ন হয়... তাহলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়।"[২৯]

উদাহরণ: "ওদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা, আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।" শ্রাবণধারা ও কদমফুলের সম্পর্ক আছে, কিন্তু এক স্থানে বৃষ্টি হচ্ছে আর অন্য স্থানে ফুল ফুটছে। কারণ ও কার্য স্বাভাবিক স্থানে নেই। ফলে অসঙ্গতি অলংকার হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ: "তার চোখে জল এল, আমার বুক ভিজে গেল।" চোখে জল আসার ফল চোখ বা মুখ ভিজবে; কিন্তু বলা হলো আমার বুক ভিজে গেল। কারণ এক স্থানে, ফল অন্য স্থানে। তাই অসঙ্গতি।

আরও উদাহরণ: "তুমি হাসিলে, আমার ঘরে আলো জ্বলে।" হাসি তার মুখে, আলো জ্বলে বক্তার ঘরে। কারণ-কার্যের স্থানান্তর কাব্যিকভাবে প্রকাশিত। তাই অসঙ্গতির ভাব।

কারণ এক স্থানে ⟶ কার্য অন্য স্থানে ⟶ অস্বাভাবিক সম্পর্ক ⟶ কাব্যিক চমৎকার ⟶ অসঙ্গতি

৭. বিষম

যেখানে কারণ ও কার্য, বস্তু ও ফল, প্রত্যাশা ও পরিণামের মধ্যে বৈষম্য বা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, সেখানে বিষম অলংকার হয়। অনেক সময় কোনো আরম্ভিত কাজের বিপরীত বা অপ্রত্যাশিত ফলও বিষম অলংকারের ক্ষেত্র তৈরি করে। বাংলা ব্যাকরণ সূত্রে বিষমের উদাহরণ হিসেবে এমন চিত্র দেওয়া হয়েছে যেখানে শীতলতার আশায় জলে ঝাঁপ দিলে বরং তাপ বাড়ে।[৩০]

উদাহরণ: "যমুনার জলে যদি দেই গিয়া ঝাঁপ, পরাণ জুড়াবে কি, অধিক উঠে তাপ।" জলে ঝাঁপ দিলে শীতল হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে–তাপ আরও বাড়ে। প্রত্যাশিত ফলের বদলে বিপরীত ফল ঘটছে। তাই বিষম।

আরেকটি উদাহরণ: "শান্তি খুঁজিতে গিয়েছিলাম বনে, ফিরে এলাম আরও অশান্ত মনে।" বনে গেলে শান্তি পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু অশান্তি বাড়ল। প্রত্যাশা ও ফলের বৈষম্য–বিষম।

আরও উদাহরণ: "ঔষধ খেয়ে ব্যথা আরও বেড়ে গেল।" ঔষধ ব্যথা কমানোর কথা, কিন্তু ব্যথা বাড়ল। কারণ-কার্যের বিপরীত ফল–বিষম।

লক্ষণ	ব্যাখ্যা
প্রত্যাশিত ফল	এক রকম হওয়ার কথা
বাস্তব/কল্পিত ফল	বিপরীত বা বৈষম্যময়
চমক	অস্বাভাবিক পরিণাম
উদাহরণ	জলে ঝাঁপ দিয়ে তাপ বাড়া

৮. শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার

যেখানে বাক্য বা ভাবের মধ্যে পরপর কারণ-কার্য সম্পর্কের শৃঙ্খলা থাকে, সেখানে শৃঙ্খলামূলক অলংকার গড়ে ওঠে। একটির ফল আরেকটির কারণ হয়, আবার সেটির ফল পরবর্তী কিছুর কারণ হয়–এইভাবে ভাবের মালা তৈরি হয়। বাংলা ব্যাকরণ আলোচনায় শৃঙ্খলামূলক অলংকারের মধ্যে কারণমালা, একাবলী ও সার উল্লেখ করা হয়; এখানে পরিকল্পনা অনুসারে কারণমালা ও একাবলী আলোচনা করা হলো।[৩১]

কারণ ⟶ কার্য ⟶ সেই কার্য আবার কারণ ⟶ নতুন কার্য ⟶ ভাবের শৃঙ্খলা

৯. কারণমালা

যেখানে একটি কারণের কার্য পরবর্তী বাক্যে আবার কারণরূপে কাজ করে এবং এভাবে কারণ-কার্যের মালা তৈরি হয়, সেখানে কারণমালা অলংকার হয়। বাংলা ব্যাকরণ সূত্রে কারণমালার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–"কোনো কারণের কাজ যদি পরের বাক্যে কারণরূপে প্রতিভাত হয়... তবে কারণমালা অলঙ্কার হয়।"[৩২]

উদাহরণ: "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" এখানে লোভ থেকে পাপ, পাপ থেকে মৃত্যু। প্রথম কার্য "পাপ" আবার পরের ফল "মৃত্যু"-র কারণ। তাই কারণের মালা তৈরি হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ: "বিদ্যা হতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি, ভক্তি হতে মুক্তি হয়।" এখানে বিদ্যা ⟶ জ্ঞান ⟶ ভক্তি ⟶ মুক্তি। একটি ভাব আরেকটির কারণ হয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়েছে। তাই কারণমালা।

আরও উদাহরণ: "শ্রমে আসে দক্ষতা, দক্ষতায় আসে সাফল্য, সাফল্যে জন্মে আত্মবিশ্বাস।" এখানে শ্রম ⟶ দক্ষতা ⟶ সাফল্য ⟶ আত্মবিশ্বাস। কারণ-কার্যের ধারাবাহিকতা আছে।

লোভ ⟶ পাপ ⟶ মৃত্যু

বিদ্যা ⟶ জ্ঞান ⟶ ভক্তি ⟶ মুক্তি

শ্রম ⟶ দক্ষতা ⟶ সাফল্য ⟶ আত্মবিশ্বাস

১০. একাবলী

শৃঙ্খলামূলক অলংকারের আরেকটি রূপ একাবলী। এখানে একাধিক পদ বা ভাব এমনভাবে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত থাকে যে একটি বিশেষ্য, বিশেষণ বা ভাব পরবর্তী পদে সম্পর্কের সূত্র তৈরি করে। অনেক আলোচনায় একাবলীর ক্ষেত্রে বাক্যাংশগুলোর মালাবদ্ধ বিন্যাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলা ব্যাকরণসূত্রে একাবলীর উদাহরণে ধারাবাহিক বিশেষণ-নির্ভর বর্ণনার মাধ্যমে একটি সমগ্র চিত্র নির্মিত হয়েছে।[৩৩]

উদাহরণ: "সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল, গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল।" এখানে সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল জল, ফুল, অলি–সব মিলিয়ে এক ধারাবাহিক সুন্দর প্রকৃতিচিত্র তৈরি হয়েছে। প্রতিটি অংশ আলাদা হলেও তারা এক মালায় গাঁথা। তাই একাবলী।

আরেকটি উদাহরণ: "শান্ত সকাল, শিশিরভেজা ঘাস, পাখির গান, নদীর ঢেউ, জেগে ওঠা গ্রাম।" এখানে একের পর এক দৃশ্য মিলিয়ে একটি সকাল-চিত্র তৈরি হয়েছে। ভাবগুলো মালাবদ্ধ।

আরও উদাহরণ: "নীল পাহাড়, সবুজ বন, সোনালি রোদ, রুপালি নদী–সব মিলিয়ে স্বপ্নের দেশ।" এখানে একাধিক দৃশ্য পরপর এসে এক সামগ্রিক সৌন্দর্য নির্মাণ করেছে।

বিষয়	কারণমালা	একাবলী

সম্পর্ক	কারণ-কার্য	মালাবদ্ধ বর্ণনা
গতি	একটির ফল আরেকটির কারণ	একাধিক পদ বা ভাবের ধারাবাহিক বিন্যাস
উদাহরণ	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস
প্রকৃতি	যুক্তিমূলক শৃঙ্খলা	চিত্রমূলক শৃঙ্খলা

১১. ন্যায়মূলক অর্থালংকার

যেখানে কোনো বক্তব্যকে যুক্তি, প্রমাণ, কারণ, কার্য বা সমর্থনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং সেই সমর্থনেই কাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাকে ন্যায়মূলক অর্থালংকার বলা যায়। বাংলা ব্যাকরণ আলোচনায় ন্যায়মূলক অলংকারের মধ্যে অর্থান্তরন্যাস ও কাব্যলিঙ্গকে প্রধান হিসেবে ধরা হয়।[৩৪]

বক্তব্য ⟶ সমর্থন/প্রমাণ/কারণ ⟶ অর্থের দৃঢ়তা ⟶ ন্যায়মূলক অলংকার

১২. অর্থান্তরন্যাস

সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণ সমর্থিত হলে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়। এখানে সাধারণত একটি বাক্য বা বক্তব্য আরেকটি বক্তব্যের সমর্থন হিসেবে কাজ করে। অনলাইন বাংলা ব্যাকরণসূত্রে অর্থান্তরন্যাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–"সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।"[৩৫]

উদাহরণ: "এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি; রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" প্রথম বাক্যে সাধারণ সত্য বলা হয়েছে–যার বেশি আছে, সে আরও বেশি চায়। দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ উদাহরণ–রাজা বা ধনী ব্যক্তি দরিদ্রের ধনও নিয়ে নেয়। দ্বিতীয় বক্তব্য প্রথম বক্তব্যকে সমর্থন করছে। তাই অর্থান্তরন্যাস।

আরেকটি উদাহরণ: "পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না; বীজ পুঁতিলে একদিন অঙ্কুর ফুটবেই।" প্রথমে সাধারণ বক্তব্য–পরিশ্রম ফল দেয়। দ্বিতীয়ে উদাহরণ–বীজ পুঁতলে অঙ্কুর ফুটে। দ্বিতীয় অংশ প্রথম বক্তব্যকে সমর্থন করছে। অর্থান্তরন্যাস।

আরও উদাহরণ: "সৎকার্যের ফল মেলে; দীপ জ্বালালে অন্ধকার সরে যায়।" প্রথমে সাধারণ নীতি; পরে বিশেষ উদাহরণ। তাই অর্থান্তরন্যাস।

রূপ	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
সামান্য দ্বারা বিশেষ	সাধারণ সত্যে বিশেষ ঘটনা সমর্থিত	সব মানুষ মরণশীল; রামও মরবে
বিশেষ দ্বারা সামান্য	বিশেষ উদাহরণে সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠিত	রাজা বেশি চায়–ধনীর লোভ অসীম
কারণ দ্বারা কার্য	কারণ দিয়ে ফল বোঝানো	বীজ পুঁতলে গাছ হবে
কার্য দ্বারা কারণ	ফল দেখে কারণ বোঝানো	ধোঁয়া দেখে আগুন অনুমান

১৩. কাব্যলিঙ্গ

লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন। যেখানে কোনো চিহ্ন, কারণ, ফল বা লক্ষণ দেখে অন্য কোনো বিষয় অনুমান করা হয় এবং সেই অনুমান কাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, সেখানে কাব্যলিঙ্গ অলংকার হয়। কাব্যলিঙ্গে সাধারণত কারণ দেখে কার্য অথবা কার্য দেখে কারণ অনুমান করা হয়। সংস্কৃত ও বাংলা অলংকার-তালিকায় কাব্যলিঙ্গ ন্যায়মূলক অলংকারের অন্তর্গত।[৩৬]

উদাহরণ: "ধোঁয়া উঠছে, বুঝি আগুন জ্বলেছে।" এখানে ধোঁয়া হলো আগুনের লক্ষণ। ধোঁয়া দেখে আগুন অনুমান করা হয়েছে। তাই কাব্যলিঙ্গ।

আরেকটি উদাহরণ: "তার চোখ লাল, বুঝি রাতভর কেঁদেছে।" চোখ লাল হওয়া কান্না বা জাগরণের লক্ষণ। এখানে লক্ষণ দেখে কারণ অনুমান করা হয়েছে।

আরও উদাহরণ: "পথ ভিজে আছে; বুঝি রাতের বেলা বৃষ্টি নেমেছিল।" ভেজা পথ দেখে বৃষ্টির অনুমান। এটি কাব্যলিঙ্গের সহজ রূপ।

বিষয়	অর্থান্তরন্যাস	কাব্যলিঙ্গ
প্রকৃতি	এক বক্তব্য অন্য বক্তব্যকে সমর্থন করে	লক্ষণ দেখে কারণ/কার্য অনুমান
ভিত্তি	সমর্থন	অনুমান
উদাহরণ	বীজ পুঁতিলে অঙ্কুর ফুটবেই	ধোঁয়া দেখে আগুন
রূপ	যুক্তিসমর্থিত বক্তব্য	চিহ্ননির্ভর অনুমান

১৪. গূঢ়ার্থমূলক অর্থালংকার

যে অলংকারে সরল অর্থের আড়ালে অন্য অর্থ, ব্যঙ্গ, প্রশংসা, নিন্দা, ইঙ্গিত বা পরোক্ষ তাৎপর্য থাকে, তাকে গূঢ়ার্থমূলক অর্থালংকার বলা যায়। এখানে বাহ্য অর্থই শেষ অর্থ নয়; পাঠককে আড়ালের অর্থ ধরতে হয়। এই ধরনের অলংকারে বুদ্ধি, ব্যঞ্জনা ও প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বাংলা অলংকার তালিকায় ব্যাজস্তুতি ও অপ্রস্তুত প্রশংসাকে গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলংকারের অন্তর্গত করা হয়েছে।[৩৭]

বাহ্য অর্থ ⟶ আড়ালের অর্থ ⟶ ব্যঙ্গ/প্রশংসা/নিন্দা/ইঙ্গিত ⟶ গূঢ়ার্থমূলক অলংকার

১৫. ব্যাজস্তুতি

ব্যাজ অর্থ ছল বা ছদ্মরূপ। যেখানে বাহ্যত প্রশংসা করা হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থে নিন্দা বোঝানো হয়, অথবা বাহ্যত নিন্দা করে প্রকৃতপক্ষে প্রশংসা বোঝানো হয়, সেখানে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়। এখানে প্রকাশ্য বক্তব্য আর আসল বক্তব্য এক নয়। তথ্যসূত্রে ব্যাজস্তুতিতে "ব্যাজ" শব্দের অর্থ "ছল" বলা হয়েছে।[৩৮]

উদাহরণ: কেউ সময়ের অনেক পরে এসেছে। তখন বলা হলো–"বাহ, তুমি তো খুব সময়নিষ্ঠ!" বাহ্য অর্থ প্রশংসা–সময়নিষ্ঠ। আসল অর্থ ব্যঙ্গ–তুমি দেরি করেছ। তাই ব্যাজস্তুতি।

আরেকটি উদাহরণ: "কী অসাধারণ সত্যবাদী! সুযোগ পেলেই কথা বদলাও।" এখানে "সত্যবাদী" শব্দটি বাহ্যত প্রশংসা, কিন্তু পরে বোঝা গেল আসলে নিন্দা। তাই ব্যাজস্তুতি।

আরও উদাহরণ: "তোমার মতো পরিশ্রমী আর কে আছে–সারা দিন শুধু ঘুমাও!" এখানে পরিশ্রমী বলা হলেও প্রকৃত অর্থ অলসতা নির্দেশ করছে।

লক্ষণ	ব্যাখ্যা
বাহ্য অর্থ	প্রশংসা বা নিন্দা
অন্তর অর্থ	বিপরীত অর্থ
ভঙ্গি	ব্যঙ্গাত্মক বা ইঙ্গিতপূর্ণ
প্রসঙ্গ	অর্থ ধরার জন্য জরুরি
উদাহরণ	"বাহ, খুব সময়নিষ্ঠ!"

১৬. অপ্রস্তুত প্রশংসা

যেখানে কবি বা বক্তা সরাসরি আলোচ্য বস্তুর প্রশংসা না করে অন্য কোনো অপ্রস্তুত বা অনালোচ্য বস্তুর প্রশংসা করেন, কিন্তু সেই প্রশংসার মধ্য দিয়ে প্রকৃত আলোচ্য বস্তুর গুণ প্রকাশিত হয়, সেখানে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকার হয়। এখানে প্রস্তুত বিষয় অর্থাৎ প্রকৃত আলোচ্যটি আড়ালে থাকে; অপ্রস্তুত বিষয়কে সামনে এনে প্রকৃত বিষয়কে প্রশংসিত করা হয়। অপ্রস্তুত প্রশংসা সংস্কৃত ও বাংলা অলংকারতত্ত্বে গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলংকারের অন্তর্গত হিসেবে আলোচিত।[৩৯]

উদাহরণ: ধরা যাক, কবি প্রিয়জনের সৌন্দর্য বোঝাতে সরাসরি প্রিয়জনকে না বলে বলেন–"আজ চাঁদও যেন আপন আলো লুকিয়ে রাখে।" এখানে আসলে প্রিয়জনের সৌন্দর্য বোঝানো হচ্ছে; কিন্তু চাঁদের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। চাঁদের আলো ম্লান বলা মানে প্রিয়জনের সৌন্দর্য বেশি। তাই অপ্রস্তুত প্রশংসা।

আরেকটি উদাহরণ: "ফুলেরা আজ সুবাস দিতে লজ্জা পায়।" এখানে ফুলের প্রশংসা বা বর্ণনা নয়; আসলে কারও সৌন্দর্য বা গুণ এত বেশি যে ফুলও লজ্জা পায়–এই ভাব প্রকাশিত। প্রকৃত আলোচ্য ব্যক্তি আড়ালে, অপ্রস্তুত ফুল সামনে। তাই অপ্রস্তুত প্রশংসা।

আরও উদাহরণ: "সূর্যও আজ আলো ধার চাইবে তার হাসির কাছে।" এখানে সূর্যের কথা বলা হলেও প্রকৃত প্রশংসা হাসির। তাই অপ্রস্তুত প্রশংসা।

বিষয়	ব্যাজস্তুতি	অপ্রস্তুত প্রশংসা
প্রকৃতি	বাহ্য অর্থের বিপরীত অন্তর অর্থ	অন্য বস্তুর মাধ্যমে প্রকৃত বস্তুর প্রশংসা
প্রধান ভঙ্গি	ব্যঙ্গ/ছল	পরোক্ষ প্রশংসা
উদাহরণ	"বাহ, সময়নিষ্ঠ!" দেরি করলে	ফুল লজ্জা পায় তার সৌন্দর্যে
অর্থধারণ	বিপরীত অর্থ ধরতে হয়	আড়ালের প্রশংসা ধরতে হয়

১৭. অলংকার চেনার ব্যবহারিক পদ্ধতি

অলংকার নির্ণয়ের সময় প্রথমে দেখতে হবে সৌন্দর্যের উৎস কোথায়। শব্দে, না অর্থে? ধ্বনিতে, না তুলনায়? বিরোধে, না যুক্তিতে? গূঢ়ার্থে, না সরল সাদৃশ্যে? নিচের ধাপ অনুসরণ করলে অলংকার চেনা সহজ হবে।

কবিতাংশ পড়ো

↓

শব্দে ধ্বনির খেলা আছে কি? থাকলে শব্দালংকার দেখো

↓

অর্থে তুলনা আছে কি? থাকলে উপমা/রূপক/উৎপ্রেক্ষা দেখো

↓

আপাত বিরোধ আছে কি? থাকলে বিরোধমূলক অলংকার দেখো

↓

কারণ-কার্য শৃঙ্খলা আছে কি? থাকলে কারণমালা/একাবলী দেখো

↓

যুক্তিসমর্থন বা অনুমান আছে কি? থাকলে অর্থান্তরন্যাস/কাব্যলিঙ্গ দেখো

↓

বাহ্য অর্থের আড়ালে অন্য অর্থ আছে কি? থাকলে ব্যাজস্তুতি/অপ্রস্তুত প্রশংসা দেখো

লক্ষণ	সম্ভাব্য অলংকার
একই ধ্বনি বারবার	অনুপ্রাস
একই শব্দ, ভিন্ন অর্থ	যমক
এক শব্দে বহু অর্থ	শ্লেষ
বাঁকা উক্তি	বক্রোক্তি
সরাসরি তুলনা	উপমা
সরাসরি রূপারোপ	রূপক
সম্ভাবনামূলক কল্পনা	উৎপ্রেক্ষা
সংশয়	সন্দেহ
অস্বীকার করে অন্য রূপ দেওয়া	অপহ্নুতি
অতিরঞ্জন	অতিশয়োক্তি
উপমেয়কে উপমানের চেয়ে বড় দেখানো	ব্যতিরেক
আপাত বিরোধ	বিরোধাভাস
কারণ নেই, কার্য আছে	বিভাবনা
কারণ আছে, কার্য নেই	বিশেষোক্তি
কারণ এক স্থানে, ফল অন্য স্থানে	অসঙ্গতি
প্রত্যাশিত ফলের বিপরীত	বিষম
কারণ-কার্য মালা	কারণমালা
মালাবদ্ধ বর্ণনা	একাবলী
এক বক্তব্যে অন্য বক্তব্যের সমর্থন	অর্থান্তরন্যাস
লক্ষণ দেখে অনুমান	কাব্যলিঙ্গ
প্রশংসার আড়ালে নিন্দা বা উল্টো	ব্যাজস্তুতি
অন্যকে সামনে এনে প্রকৃতের প্রশংসা	অপ্রস্তুত প্রশংসা

১৮. সমগ্র অলংকার পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত মানচিত্র

অলংকার

SINCE 1983 NABARUN PUBLICATION

```
|
├──── শব্দালংকার
|        ├──── অনুপ্রাস
|        ├──── যমক
|        ├──── শ্লেষ
|        └──── বক্রোক্তি
|
└──── অর্থালংকার
```

├──── সাদৃশ্যমূলক : উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, প্রতীপ, সমাসোক্তি, প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা

├──── বিরোধমূলক : বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম

├──── শৃঙ্খলামূলক : কারণমালা, একাবলী

├──── ন্যায়মূলক : অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ

└──── গূঢ়ার্থমূলক : ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা

১৯. অলংকার পরিচ্ছেদের শেষ কথা

অলংকার কেবল কাব্যের সাজসজ্জা নয়; এটি কাব্যভাষার ভাবপ্রকাশের বিশেষ কৌশল। শব্দালংকারে শব্দের ধ্বনি, পুনরাবৃত্তি ও শব্দরূপ কাব্যসৌন্দর্য তৈরি করে। সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারে তুলনা, রূপকল্প, সম্ভাবনা, সন্দেহ, অতিশয়তা ও দৃষ্টান্ত ভাবকে চিত্রময় করে। বিরোধমূলক অলংকার আপাতবিরোধের মধ্যে গভীর সত্য প্রকাশ করে। শৃঙ্খলামূলক অলংকার ভাবকে ধারাবাহিক করে। ন্যায়মূলক অলংকার যুক্তি ও সমর্থনের মাধ্যমে বক্তব্যকে শক্তিশালী করে। গূঢ়ার্থমূলক অলংকার সরল অর্থের আড়ালে ব্যঙ্গ, প্রশংসা, নিন্দা বা পরোক্ষ তাৎপর্য প্রকাশ করে।

অতএব অলংকার শেখা মানে শুধু সংজ্ঞা মুখস্থ করা নয়; শব্দের সৌন্দর্য, অর্থের গভীরতা, কল্পনার প্রসার, রসের ঘনত্ব এবং ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তি বোঝা। একটি কবিতাংশে কোন অলংকার আছে তা নির্ণয় করার চেয়ে বড় কাজ হলো–সে অলংকার কীভাবে ভাবকে সুন্দর করেছে, কীভাবে পাঠকের মনে রস জাগিয়েছে, এবং কীভাবে সাধারণ ভাষাকে কাব্যভাষায় উন্নীত করেছে–তা বোঝা।

তথ্যসূত্র

[১] ওঘঝখওইঘউঞ ঈবহঃৎব. “ঐরংঃড়ৎু ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ চড়বঃরপং-১.” ওহফরধহ অবংঃযবঃরপং ধহফ ঋরহব অৎঃং. উদ্ধৃত অংশ: “অষধহশধৎধ সবধহং ড়ৎহধসবহঃ, বসনবষষরংযসবহঃ, ঃযধঃ যিরপয নবধঁঃরভরবং ঢ়ড়বঃৎু.” পৃষ্ঠা নম্বর অনলাইন সংস্করণে পাওয়া যায়নি।

[২] ওঘঝখওইঘউঞ ঈবহঃৎব. “ঐরংঃড়ৎু ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ চড়বঃরপং-১.” ওহফরধহ অবংঃযবঃরপং ধহফ ঋরহব অৎঃং. উদ্ধৃত অংশ: “এযবহ ঝধসযরঃধং ড়ভ ঃযব ঠবফধং পড়হঃধরহ সঁপয ঃযধঃ রং ঢ়ড়বঃরপ ধহফ ভরমঁৎবং ড়ভ ংঢ়ববপয ষরশব ংরসরষব, হধঃঁৎব, যুঢ়বৎনড়ষব ধৎব ভড়ঁহফ ঃযবৎব রহ ধনঁহফধহপব.” পৃষ্ঠা নম্বর অনলাইন সংস্করণে পাওয়া যায়নি।

[৩] উৎ. ইধনধংধযবন অসনবফশধৎ ঙঢ়বহ টহরাবৎংরঃু. ঈবৎঃরভরপধঃব রহ ওহফরধহ চড়বঃরপং, টহরঃ ১২. উদ্ধৃত অংশ: “ইযধৎধঃধ’ং ঘধঃুধংধংঃৎধ রহঃৎড়ফঁপবং ঃযব পড়হপবঢ়ঃ ড়ভ জধংধ” এবং “ফরফ হড়ঃ বষধনড়ৎধঃব সঁপয ড়হ অষধহশধৎধং, নঁঃ ফরংপঁংংবফ ঃযব জধংধ, ইযধাধ, অনযরহধুধ.” পৃষ্ঠা নম্বর পাওয়া যায়নি।

[৪] ওঘঝখওইঘউঞ ঈবহঃৎব. “ঐরংঃড়ৎু ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ চড়বঃরপং-২.” ওহফরধহ অবংঃযবঃরপং ধহফ ঋরহব অৎঃং. ভামহের কধাুধষধহশধৎধ সম্পর্কে উদ্ধৃত অংশ: “ঃযব বধৎষরবংঃ বীঃধহঃ ড়িৎশ ড়হ ঝধহংশৎরঃ ঢ়ড়বঃরপং ঢ়ৎড়ঢ়বৎ.” পৃষ্ঠা নম্বর অনলাইন সংস্করণে পাওয়া যায়নি।

[৫] ওঘঝখওইঘউঞ ঈবহঃৎব. “ঐরংঃড়ৎু ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ চড়বঃরপং-২.” ওহফরধহ অবংঃযবঃরপং ধহফ ঋরহব অৎঃং. দণ্ডীর কধাুধফধৎংযধ সম্পর্কে উদ্ধৃত অংশ: “উধহফরহ রিহং ঃযব পৎবফরঃ ভড়ৎ যরং সড়ৎব ংুংঃবসধঃরপ ঢ়ৎবংবহঃধঃরড়হ ড়ভ ঃযব অষধহশধৎধ ঃযবড়ৎু.” পৃষ্ঠা নম্বর অনলাইন সংস্করণে পাওয়া যায়নি।

[৬] বিশ্বনাথ কবিরাজ। সাহিত্যদর্পণ। কাব্যসংজ্ঞা: “বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।” প্রকাশনা ও সংস্করণভেদে পৃষ্ঠা নম্বর ভিন্ন।

[৭] আনন্দবর্ধন। ধ্বন্যালোক। ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাতত্ত্ব প্রসঙ্গ; আরও দেখুন ওঘঝখওইঘউঞ ঈবহঃৎব, “ঐরংঃড়ৎু ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ চড়বঃরপং-২,” যেখানে ধ্বন্যালোককে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে আলোচিত হয়েছে।

[৮] “শব্দালঙ্কার কাকে বলে? শব্দালঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?” অলঙ্কারচন্দ্রিকা, ঊধমরৎড়ধফ ঈড়ষষবমব ঝঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে শব্দালংকারের প্রধান রূপ হিসেবে অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শব্দশ্লেষ ও পুনরুক্তবদাভাস উল্লেখ করা হয়েছে।

[৯] “অনুপ্রাস কাকে বলে?” ঙহষরহব জবধফরহম জড়ড়স ইউ. এখানে অনুপ্রাসকে একই ধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জের বারবার আবর্তনে সৃষ্ট ধ্বনিমাধুর্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[১০] “অলংকার”, ঋরফফযরহধঃয গধযধারফুধষধুধ ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে “চল চপলার চকিত চমকে” উদাহরণের মাধ্যমে “চ” ধ্বনির পুনরাবৃত্তিজনিত অনুপ্রাস ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[১১] অলংকার, ঘড়মিড়হম এরৎষং’ ঈড়ষষবমব ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে অনুপ্রাসের অন্ত্যানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস/লাটানুপ্রাস প্রভৃতি রূপের আলোচনা পাওয়া যায়।

[১২] “অনুপ্রাস : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ”, অশযঃবৎ ঐড়ংংধরহ. এখানে অন্ত্যানুপ্রাসকে চরণের শেষে ধ্বনিগত মিল বা অন্ত্যমিল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[১৩] “বাংলা অলংকার”, গঁমনবৎরধ এধহমধফযধৎ গধযধারফুধষধুধ ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে ছেকানুপ্রাসকে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণে সৃষ্ট অনুপ্রাস হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[১৪] “বৃত্ত্যনুপ্রাস ও ছেকানুপ্রাসের উদাহরণসহ সংজ্ঞা”, ডই ঝযরশংযধ; আরও দেখুন ঊধমরৎড়ধফ ঈড়ষষবমব ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে বৃত্ত্যনুপ্রাসে একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের আবর্তন ও রসানুগ ধ্বনিবিন্যাসের আলোচনা আছে।

[১৫] অলংকার, ঘড়মিড়হম এরৎষং’ ঈড়ষষবমব ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ; শব্দালংকার, চধহপযধশড়ঃ গধযধারফুধষধুধ ব-ষবধৎহরহম সধঃবৎরধষ. এখানে একই শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে যমক হয়–এই ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[১৬] অলংকার, ঘড়মিড়হম এরৎষং’ ঈড়ষষবমব ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে এক শব্দ একবার ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝালে শ্লেষ অলংকার হয়–এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

[১৭] ওঘঝখওইঘউঞ ঈবহঃৎব. “কঁহঃধশধ: ঠধশৎড়শঃর-লরারঃধ.” ওহফরধহ খরঃবৎধৎু ঈৎরঃরপরংস ধহফ এৎববশড়ৎু. এখানে কুন্তককে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বে বক্রোক্তি-ধারার প্রধান প্রবর্তক হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।

[১৮] “বক্রোক্তি অলংকার”, উঝচগট জধহপযর ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ না ধরে শ্রোতার অন্য অর্থ গ্রহণে বক্রোক্তি সৃষ্টির আলোচনা এবং “রাজদণ্ড” উদাহরণ পাওয়া যায়।

১৯] ডবংঃ ইবহমধষ ঝঃধঃব টহরাবৎংরঃু. "টএ ঘউচ ঝুষষধনঁং ড়ভ ঝধহংশৎরঃ ঐড়হড়ঁৎং." এখানে ঝধযরঃুধফধৎঢ়ধহধ দশম অধ্যায়ের অলংকারতালিকায় ধহঁঢ়ৎধংধ, ুধসধশধ, ংযষবংযধ, ঁঢ়ধসধ, ৎঁঢ়ধশধ, ংধহফবযধ, নযৎধহঃরসধহ, ধঢ়ধযহঁঃর, ঁঃঢ়ৎবশংযধ, ধঃরংযধুড়শঃর, ফৎরংযঃধহঃধ, হরফধৎংযধহধ, ধুঃরৎবশধ, ংধসধংড়শঃর, ধঢ়ৎধংঃঁঃধঢ়ৎধংযধসংধ, ধৎঃযধহঃধৎধহুধংধ, শধাুধষরহমধ, ারনযধাধহধ, ারংযবংযড়শঃর প্রভৃতি উল্লেখ আছে।

[২০] "উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যাজস্তুতি, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক, বিষম, কারণমালা, সন্দেহ, অনুপ্রাস ও শ্লেষ অলঙ্কার।" ঙহষরহব জবধফরহম জড়ড়স ইউ. এখানে উপমা, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলংকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

[২১] "অলঙ্কার।" ঘড়মিড়হম এরৎষং' ঈড়ষষবমব ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে রূপক, পরম্পরিত রূপক, সন্দেহ প্রভৃতি অর্থালংকারের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ আলোচনা করা হয়েছে।

[২২] "অলংকার । শ্রেণিবিভাগ ও আলোচনা।" ইধহমষধ ঝধযধুধশ. এখানে উৎপ্রেক্ষাকে উপমেয়কে উপমান বলে সম্ভাবনামূলক সংশয় বা কল্পনার অলংকার হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।

[২৩] উ.অ.ঠ. চ.এ. ঈড়ষষবমব, ঠধৎধহধংর. "ঝুষষধনঁং গ.অ. ঝধহংশৎরঃ." এখানে টঢ়ধসধ, চঁৎহড়ঢ়ধসধ, টঃঢ়ৎবশংযধ, জঁঢ়ধশধ, অঃরংযধুড়শঃর, ঝধহফবযধ, অঢ়ধযহঁঃর, ঝধসধংড়শঃর, ঘরফধৎংযধহধ, উৎরংযঃধহঃধ, চৎধঃরাধংঁঢ়ধসধ প্রভৃতি অলংকার পাঠ্যতালিকায় উল্লেখ আছে।

[২৪] "অর্থালঙ্কার কাকে বলে? অর্থালঙ্কারের শ্রেণিবিন্যাস এবং উদাহরণ।" ঙহষরহব জবধফরহম জড়ড়স ইউ. এখানে অর্থালংকারের সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা, ন্যায় ও গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক শ্রেণিবিন্যাস দেওয়া হয়েছে।

[২৫] "অলঙ্কার।" ইবহমধষর এৎধসসধৎ. এখানে বিরোধমূলক অলংকারের পরিচয়, বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, শৃঙ্খলামূলক অলংকার, কারণমালা, একাবলী, ন্যায়মূলক অলংকার ও অর্থান্তরন্যাসের সংজ্ঞা-উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

[২৬] "বিরোধমূলক অলঙ্কার।" ইধহমষধ এঁৎঁষ. এখানে দুটি পদার্থের আপাত বিরোধকে আশ্রয় করে বিরোধমূলক অলংকার গড়ে ওঠে—এই ধারণা আলোচিত হয়েছে।

[২৭] "অর্থালংকার।" ঔধমরৎড়ধফ ঈড়ষষবমব ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক ও গূঢ়ার্থমূলক অর্থালংকারের শ্রেণি-তালিকা দেওয়া হয়েছে।

[২৮] "অলঙ্কার কাকে বলে? অলঙ্কারের প্রকারভেদ আলোচনা কর।" অশযঃবৎ ঐড়ংংধরহ. এখানে শৃঙ্খলামূলক অলংকারে কারণমালা, একাবলী ও সার; ন্যায়মূলক অলংকারে যুক্তিসমর্থনের আলোচনা পাওয়া যায়।

[২৯] "অর্থান্তরন্যাস অলংকার কাকে বলে?" গু ঝুষষধনঁং ঘড়ঃবং. এখানে অর্থান্তরন্যাসের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং সামান্য-বিশেষ, কারণ-কার্য সমর্থনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

[৩০] "ঝধযরঃুধ উধৎঢ়ধহধ ১০ঃয." ঈ.জ.চ. গধযধারফুধষধুধ ঝঃঁফু গধঃবৎরধষ. এখানে ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা এবং সাহিত্যদর্পণ-ভিত্তিক অলংকার-প্রশ্নোত্তর আলোচনা পাওয়া যায়।

SINCE 1993
NABARUN PUBLICATION